আ কানেক্টিকাট ইয়াংকি ইন কিং আর্থারস কোর্ট

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .org

মার্ক টোয়েন

www.BanglaBook.org

এক

ইংল্যান্ডের ওয়ারিক দুর্গে একদিন এসে হাজির হলো আশ্চর্য এক আগন্তুক। ইয়াবড় এক প্রাচীন পুঁথি হাতে তার—বয়সের ভারে হলদেটে হয়ে এসেছে ওটার পাতাগুলো—এবং মুখে স্যার লন্সেলট, স্যার গ্যালাহাড ও গোল টেবিলের অন্যান্য সব কজন মহান ব্যক্তিত্বের নাম। লোকটা নিজেও দেখতে এক আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো, এবং কথা যখন বলে মনে হয় বহু দূর কোন অতীতে বুঝি চলে গেছে সে।

সেই মান্ধাতা আমলের প্রতিটি খুঁটিনাটি ঘটনা নখদর্পণে তার। লোকটা বলে সে নাকি ছিল ওখানে এবং এ সবই নাকি তার নিজের চোখে দেখা। আগন্তুকের অত্যাশ্চার্য কাহিনীই লিপিবদ্ধ হয়েছে পুঁথিটিতে। বইটির প্রথম পাতাটার শুরুটা এরকম:

আমি একজন আমেরিকান। কানেক্টিকাট রাজ্যের হার্টফোর্ডে আশৈশব কেটেছে আমার। আমাকে তাই ইয়াংকী বলা যায়। ওখানকার সুবিশাল সমরাস্ত্র কারখানায় কাজে হাতেখড়ি হয়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

আমার। ওখানে সব কিছুই তৈরি করতে শেখানো হয় আমাকে—বন্দুক, রিভলভার, কামান, বয়লার, এঞ্জিন, এবং আরও যে সব যন্ত্রপাতি আছে স-ব। যে যা চায় শুধু মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলেই হলো সব বানাতে পারতাম আমি—দুনিয়ার তাবৎ কিছু। আর নিতান্তই যদি না পারতাম তবে জিনিসটা আবিষ্কার করে নিতাম।

আমি ছিলাম হেড সুপারিন্টেন্ডেন্ট, সহস্রাধিক কর্মচারী ছিল আমার অধীনে। লোকগুলো ছিল রুক্ষ, অমার্জিত গোছের, ফলে প্রায়ই কারও না কারও সাথে লড়াই বেধে যেত আমার। একদিন বেমক্কা মার খেয়ে গেলাম। শ্রমিকদের একজন ধাঁই করে শাবল মেরে দিল আমার মাথায়। ব্যস, ভিরমি গেলাম, দুনিয়াটা আঁধার হয়ে গেল মুহূর্তে।

জ্ঞান যখন ফিরল দেখি বুড়ো এক ওক গাছের নিচে দিব্যি বসে রয়েছি, আমার চারধারে গ্রামীণ পটভূমি। এক লোক দেখি ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে আমার দিকে—ছবির বই থেকে সদ্য উঠে এসেছে যেন সে। প্রাচীন আমলের বর্ম পরনে তার, মাথায় শিরস্ত্রাণ, হাতে ঢাল, লম্বা একটা বর্শা ও কোমরে তরোয়াল। ঘোড়াটাও তার বর্মসজ্জিত, কারুকার্যময় সাজপোশাক ওটার মাটি ছোঁয় ছোঁয়।

'ফেয়ার, স্যার,* আমার সঙ্গে লড়াই করবেন?' বলল আজব লোকটা।

'কি বললে?' আমি তো হতবাক। 'শিগ্‌গিরি ফিরে যাও নয়তো

* 'ফেয়ার, স্যার' ভদ্রতাসূচক সম্বোধন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমার মালিকের কাছে রিপোর্ট করব।' লোকটা নির্ঘাত সার্কাসের ভাঁড়-টাঁড় হবে ভেবে কথাটা বললাম আমি।

ওমা, একথা শোনামাত্র উদ্ভট লোকটা কিনা বর্শা বাগিয়ে তেড়ে এল। লোকটা ভাঁড়ামো করছে না দেখে পত্রপাঠ গাছে না চড়ে উপায় রইল না আমার। হতভাগা গাছের নিচে এসে বলে আমি নাকি তার সম্পত্তি, আমার ওপর নাকি অধিকার জন্মে গেছে তার। ঢাল-তরোয়াল-বর্শাধারী লোকের সঙ্গে খালি হাতে বারফট্টাই করে লাভ কি, তাই সুড়সুড় করে গাছ থেকে নেমে ওর সঙ্গ ধরতে রাজি হওয়া গেল।

অশ্বারোহী লোকটার পাশাপাশি হাঁটছি, কিন্তু কি আশ্চর্য, কোন সার্কাস কোম্পানীর তাঁবু-টাবু তো চোখে পড়ল না, কাজেই বাদ পড়ল সে চিন্তা।

'হার্টফোর্ড এখান থেকে কদ্দূর?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'কিসের হার্টফোর্ড?' পাল্টা বলল লোকটা। 'জন্মেও ওনাম শুনিনি।'

লোকটার কথা শুনে বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রইল না আমার।

ঘণ্টা খানেক পরে একটা শহরের দেখা মিলল। দূরে দেখতে পেলাম একটা পাহাড়-চূড়ায় ধূসর রঙা বিশাল এক দুর্গ অনেকগুলো মিনার নিয়ে দাঁড়িয়ে।

'হার্টফোর্ড?' আঙুল-ইশারায় জানতে চাইলাম আমি।

'ক্যামেলট,' বলল লোকটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুই

'ক্যামেলট—ক্যামেলট,' আপন মনে আওড়াচ্ছি, 'নাহ্, আগে কখনও এ নাম শুনেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।'

জায়গাটার প্রাকৃতিক দৃশ্য ভারি সুন্দর, ফুলের গন্ধে ম ম করছে চারদিক, গাছের ডালে গান জুড়েছে সুকণ্ঠী পাখিরা। রাস্তাটা সরু, আঁকাবাঁকা। ঘোড়ার খুরের ছাপ সবখানে।

এক তরুণীকে এসময় হেঁটে আসতে দেখা গেল। সার্কাসের সঙটার দিকে ফিরেও চাইল না সে, এমন অদ্ভুত বেশভূষার লোক যেন নিত্যই গণ্ডায় গণ্ডায় দেখছে। কিন্তু যেই আমার ওপরে চোখ পড়ল, অমনি আশ্চর্য এক ভাবান্তর লক্ষ করলাম তার। হাত উঠে গেল মাথার ওপর, ঝুলে পড়ল চোয়াল। আমি ভেবেই পেলাম না আমাকে দেখে এহেন অভিব্যক্তি হবে কেন ওর, সঙ্গের আচাভুয়া লোকটিকে দেখে নয় কেন।

খড়ে ছাওয়া, ফুলের বাগিচায় ঘেরা কুঁড়ে দেখলাম বেশ কিছু। লোকজনও আছে মন্দ নয়। পুরুষদের মাথায় লম্বা লম্বা উলোঝুলো

www.BanglaBook.org

চুল এবং মহিলাদের পরনে হাঁটুর নিচ অবধি ঝুলের এক ধরনের আঙরাখা। এরা চিড়িয়াখানার জন্তু দেখার মতন হাঁ করে চেয়ে রইল আমার দিকে, এবং তারপর সংবিৎ ফিরে পেয়ে পরিবারের বাদবাকি সদস্যদের ডেকে আনতে ছুট লাগাল। কিন্তু তাজ্জবের কথা কি বলব, কারও নজরই নেই আমার বিটকেল সাথীটির প্রতি।

হঠাৎ দূরাগত উচ্চনাদের সমর-সঙ্গীত কানে এল আমার। একটু পরে দৃশ্যমান হলো অশ্বারোহীদের শোভাযাত্রা, ব্যানার ও শিরস্ত্রাণ মহীয়ান করে তুলেছে কুচকাওয়াজটাকে। আমরা পিছু নিলাম ওটার, এবং প্রকাণ্ড দুর্গটায় গিয়ে আমাদের যাত্রা হলো সাঙ্গ। বিউগল ধ্বনির পাল্টাপাল্টি বিস্ফোরণের পর হাট হয়ে খুলে গেল সিংহদ্বার এবং নেমে এল ঝুলসেতু। চারধারে মিনারখচিত একটা ঝকঝকে তকতকে শান বাঁধানো দরবারে প্রবেশ ঘটল আমাদের।

ঢুকে দেখি ছোটাছুটি করছে লোকজন, এ ওকে আন্তরিক অভিবাদন জানাচ্ছে—সে এক এলাহী কাণ্ড। বিনে পয়সায় কোলাহলের, বিভ্রান্তির ও চটকদার নানা রঙের এক অতুলনীয় প্রদর্শনী দেখার সৌভাগ্য হলো আমার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিন

প্রথম সুযোগেই, একপাশে একটুখানি সরে এসে একজন সাদাসিধে চেহারার লোকের কাঁধ স্পর্শ করলাম।

'বন্ধু,' বললাম আমি, 'আমাকে দয়া করে একটু বলবে তুমি কি এই পাগলা গারদেই থাকো নাকি স্রেফ বেড়াতে এসেছ?'

নির্বোধের দৃষ্টি মেলে আমার দিকে চাইল লোকটা।

'ফেয়ার, স্যার, আমি বোধ করি—'

'হয়েছে, হয়েছে,' বাধা দিয়ে বললাম আমি, 'তুমিও আর সবার মতই অসুস্থ।'

সরে পড়লাম আলগোছে, চোখ-কান খোলা রাখলাম আমি—কোথায়—আছি—বলতে—পারে এমন লোকের অপেক্ষায়। শীঘ্রিই সুদর্শন এক বালককে এদিকেই আসতে দেখা গেল। আঁটসাঁট পাজামা ও সাটিনের পালকখচিত টুপি পরে সাজগোজ করেছে।

'কে বাপু তুমি?' অনন্যোপায় আমি জানতে চাইলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথার তুবড়ি ও হাসির ফোয়ারা ছোটাল ছোঁড়া, শেষমেষ অতিকষ্টে নিবৃত্ত করা গেল তাকে। ইতোমধ্যে জেনেছি ও একজন পেজ; অর্থাৎ ফুট-ফরমাশ খাটার বালক-ভৃত্য আরকি। ছোকরা কথায় কথায় বলে কিনা তার জন্ম নাকি পাঁচশো তেরো খ্রীষ্টাব্দে!

ভয়ে হিম হয়ে এল সর্বাঙ্গ আমার, শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল একটা শীতল স্রোত।

ছোঁড়া ফিচলেমি করছে ভেবে বললাম আমি, 'কি বললে আরেকবার বলবে? ঠিক মতন শুনতে পাইনি কিনা। কত সাল বললে যেন?'

'পাঁচশো তেরো।'

'মশকরা ছাড়ো, বাছা, সত্যি কথা বলো। মাথা-টাথা ঠিক আছে তো তোমার?' শুধালাম আমি।

বিলকুল ঠিক নাকি।

'এটা পাগলাগারদ নয় বলছ, উন্মাদদের যেখানে চিকিৎসা করা হয়?' ফের বললাম।

এবার বিলকুল ভুল নাকি আমার সন্দেহ।

'সেক্ষেত্রে,' বললাম আমি হতাশ কণ্ঠে, 'হয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার নিজের আর নয়তো তেমনি ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে গেছে। এখন সত্যি করে বলো দেখি, আমি কোথায় আছি?'

'রাজা আর্থারের দরবারে।' স্বাভাবিক গলায় জবাব দিল ছেলেটি।

'আর এটা এখন কত সাল?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'পাঁচশো আটাশ—বিশে জুন।' বলল ও।

ধক করে উঠল বুকটা আমার, বলে কি ছোঁড়া! কিন্তু অবিশ্বাস করতে পারলাম না ছেলেটাকে। কারণটা আমি নিজেও জানি না।

এরা সব বদ্ধ উন্মাদ, আমার সমস্ত অন্তর চিৎকার করে বলছে, এসব সত্য হতে পারে না! পারে না!! উনবিংশ শতকে মাথায় বাড়ি খেয়ে আমার জ্ঞান ফিরে এল কিনা ষষ্ঠ শতাব্দীতে! বললেই হলো!

কিন্তু সে মুহূর্তে আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, পাঁচশো আটাশ খ্রীষ্টাব্দের একুশে জুন সূর্যের পূর্ণগ্রাস দেখা গিয়েছিল। সূর্যগ্রহণ তখনই ঘটে চাঁদ যখন সূর্যের সামনে এসে মধ্যদুপুরে সমস্ত আলো শুষে নেয়। দুপুর বারোটায় সে বছর সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। আগামীকালই হচ্ছে সেই ঐতিহাসিক একুশে! ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে যদি অপেক্ষা করতে পারি, জানতে পারব ছোকরার কথা সত্যি না মিথ্যে।

এবার, বাস্তববাদী একজন সম্মানী কানেক্টিকাট পুরুষের মত আচরণ করলাম আমি। হাতের সমস্যায় কেন্দ্রীভূত করলাম সমস্ত মনোযোগ।

'এখন বলো তো, ক্ল্যারেন্স, বাছা আমার, নাম ধরে তোমাকে ডাকতে পারি তো?' বললাম ছেলেটিকে। ও সায় জানালে বললাম, 'আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে যে নাইট তার নামটা কি?'

'উনি হচ্ছেন সহৃদয় নাইট ও লর্ড, স্যার কে,' জানাল ও।

'আমাকে কেন এনেছেন এখানে উনি?'

'বন্দী করে রাখতে,' জবাবে বলল ও। 'আপনাকে কারাগারে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিক্ষেপ করা হবে। আপনার বন্ধুরা এসে উদ্ধার না করা পর্যন্ত ওখানেই পচতে হবে আপনাকে।'

আমাকে আঁতকে উঠতে দেখে আরও বলল ও, 'ডিনারের পর স্যার কে আপনাকে রাজা আর্থার ও তাঁর গোল টেবিলের সামনে হাজির করবেন। আপনাকে গ্রেপ্তার করার কাহিনী বড়াই করে সবিস্তারে সবাইকে জানানোর পর অন্ধকার কারাকক্ষে চালান করে দেবেন।'

আমার ফ্যাকাসে মুখের চেহারা দেখে বুঝি প্রাণে মায়া হলো ওর। সান্ত্বনার সুরে তাই বলল, 'আমি অবশ্য একটা না একটা রাস্তা ঠিকই বের করে ফেলব দেখা করার। আপনার খবর পৌঁছে দেব আপনার বন্ধুদের কাছে।'

হায়, পোড়া কপাল, এই শহরে আমার আবার বন্ধু! তবু ধন্যবাদ দিলাম ওকে। আর কিইবা করার ছিল। ইতোমধ্যে দরবারে আমার ডাক পড়ল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চার

বড় অদ্ভুত ধরনের এক প্রদর্শনী লক্ষ করা গেল কামরাটার মধ্যে। সুউচ্চ ঘরটায় নানা পদের ব্যানার ঝুলছে এদিক সেদিক। মেঝেটা প্রকাণ্ড সব পাথরখণ্ড দিয়ে তৈরি এবং বহু রকমের ছবিতে ও পর্দায় দেয়ালগুলো ঢাকা।

কামরার মধ্যখানে, গোল টেবিল নামে সুখ্যাত ওক কাঠের সুবিশাল সেই টেবিল। জমকালো সাজপোশাক পরা একদল লোক জমজমাট আসর বসিয়েছে ওটাকে ঘিরে। ষাঁড়ের শিঙ ও ক্ষয়াটে হাড় থেকে পান করছে তারা এবং পান শেষে ছুঁড়ে দেয়ায় পানপাত্রগুলো কুকুরদের ভোগে লাগছে।

গোল টেবিলের সুপুরুষ নাইটদের চেহারাগুলো আমি দেখে নিলাম একে একে। রাজাকে মহৎহৃদয় মনে হলো আমার চোখে, স্যার গ্যালাহাডকে মনে হলো নির্ভেজাল ভালমানুষ। লেক-এর স্যার লন্সেলটের হাবভাবে আভিজাত্য ও ঔদার্য ফুটে বেরোতে দেখলাম।

এসময় এক সফেদ দাড়িওয়ালা থুত্থুড়ে বৃদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সুপ্রাচীন মাথাটা দোলাল। কালো, ঢেউ খেলানো ঢোলা গাউন পরে আছে সে।

'কে উনি?' ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম।

'মার্লিন,' বলল ছেলেটি। 'ভয়ঙ্কর এক জাদুকর। লোকে ভয় পায় ওকে, কারণ সবার ধারণা চাইলেই বজ্র, বিদ্যুৎ আর শয়তান ডেকে আনতে পারে ও।'

এবার স্যার ডিনিডান উঠে দাঁড়িয়ে একটা কৌতুক বললেন। ক্লারেন্স হাসল না। স্যার ডিনিডানের বেশিরভাগ কৌতুকই নাকি একেবারে রদ্দি, বস্তাপচা।

এবার স্যার কে-র পালা। সটান উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। গর্ব ভরে বললেন আমাকে নাকি তিনি সুদূরবর্তী এক জংলীদের দেশে খুঁজে পেয়ে ধরে এনেছেন। ওখানকার সব লোক নাকি আমি যেমনটা পরেছি তেমনি সঙের মতন পোশাক পরে থাকে—এবং সে সব নাকি মায়াবী পোশাক। ওগুলো পরলে নাকি নানা রকম ইন্দ্রজাল দেখানো যায়। ভদ্রলোক আরও বললেন, আমার ১৩ রাজন নাইট নাকি মারা পড়েছে তাঁর হাতে, কিন্তু আমাকে প্রাণে মারেননি শুধুমাত্র রাজা ও তাঁর দরবারীদের সামনে হাজির করার জন্যে।

মানুষ যে এত গুল ঝাড়তে পারে কে জানত!

যাহোক, একুশের দুপুরে আমার মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণার মাধ্যমে বক্তৃতা শেষ হলো তাঁর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাঁচ

এরপর আমাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো দরবার থেকে। একটা এইটুকুন ঘুটঘুটে অন্ধকার কারাকক্ষে ঠেলে ঢোকানো হলো। বিছানা পাতার জন্যে ওখানে জুটল ছাতাপড়া কিছু খড় এবং সঙ্গ দেয়ার জন্যে জুটল একপাল ইঁদুর।

এতই ক্লান্তি অনুভব করছি যে ভীতিবোধও আমাকে সজাগ রাখতে ব্যর্থ হলো। চটকা ভাঙতে ভাবলাম, 'কী আজব দুঃস্বপ্নই না দেখলাম রে বাবা!'

কিন্তু পরক্ষণে কানে এল মরচে ধরা শিকলের শব্দ, এবং চোখের সামনে উদয় হলো সাক্ষাৎ ক্ল্যারেন্স।

'তুমি এখনও যাওনি?' বললাম আমি। 'যাও, যাও, দুঃস্বপ্নের সাথে সাথে তুমিও দূর হও।'

'মানে? কিসের স্বপ্ন?' ওর অবাক প্রশ্ন।

'কেন, আমি আর্থারের দরবারে এসেছি এটা দুঃস্বপ্ন নয়?'

'ওহ, না, তা যা বলেছ,' হেসে উঠল ও। 'আর কাল যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমায় আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে সেটাও বুঝি দুঃস্বপ্ন? হো-হো, কি জবাব দাও?'

আমার মানসিক অবস্থা তখন কহতব্য নয়। আগুনে পুড়ে মরা, তা সে স্বপ্নেই হোক না কেন, যে কোন মূল্যে ঠেকানোর মত একটা ব্যাপার।

'আহ্, ক্ল্যারেন্স,' দীর্ঘশ্বাস ফেলি আমি, 'প্রাণের সখা আমার। আমাকে যেভাবে পারো বাঁচাও। কি করে এখান থেকে পালাতে পারি এক্ষুণি বাতলে দাও। তুমি ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই।'

'পালাবে?' বলল ও। 'সে গুড়ে বালি।' কাঁপতে শুরু করল হঠাৎ ও। 'তোমাকে বলতে চাই না আমি, কিন্তু—'

'আরে বলো বলো। অত ভয় পাচ্ছ কিজন্যে?'

ফিসফিসে স্বর ফুটল ওর গলায়। 'মার্লিন এই কারাগারটাকে ঘিরে একটা মায়ার জাল বিস্তার করেছে। এই রাজ্যে এমন একজনও নেই যে তোমার সাথে সেই দাগ পেরোতে সাহস করবে।'

'মার্লিন জাদু করেছে, ফুঃ,' হেসে উঠলাম আমি। 'ওই অপদার্থ বাটপাড় বুড়োটা করবে জাদু! যত্তসব বাখোয়াজ!'

হাঁটুর ওপর ধপ করে বসে পড়ল এবার ক্ল্যারেন্স।

'সাবধান, খুব সাবধান,' কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলল ও, 'বড় ভয়ঙ্কর কথা বলছ তুমি। তুমি এমনিতরো কথাবার্তা বলতে থাকলে যে কোন সময় সব কটা দেয়াল কিন্তু ধসে পড়তে পারে আমাদের গায়ের ওপর, তা জানো?'

ছোঁড়ার আতঙ্ক দেখে মাথায় নতুন ফন্দি গজাল আমার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মার্লিনের ভাঁওতাবাজিতেই যদি এরা সবাই এত ভীত-সন্ত্রস্ত, তবে আমার মত একজন লোক তো অনায়াসেই এর পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারে।

'উঠে পড়ো, বাছা,' বললাম আমি। 'কেন হেসেছি আমি জানো? বলছি শোনো। আরে, আমি নিজেও তো একজন জাদুকর।

'এখন ব্যাপার হচ্ছে, ক্ল্যারেন্স, আমি তোমার বন্ধু, ঠিক কিনা? আমি তোমার কাছে ছোট্ট একটা সাহায্য চাই। রাজাকে গিয়ে তুমি বলবে আমি স্বয়ং একজন ভয়ঙ্কর ক্ষমতাশালী জাদুকর। হুঁ হুঁ বাবা, আমার কোন ক্ষতি হতে যাচ্ছে দেখলে আমি কিন্তু চুপ করে বসে থাকব না। একটা না একটা দুর্যোগ ঠিকই ডেকে আনব।'

বেচারী বাচ্চা ছেলেটা জবাব দেবে কি ভয়েই আধমরা। কিন্তু যাওয়ার আগে আমার কথা মত কাজ করবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল।

হ্যাঁ, এ সময়ই সিদ্ধান্ত নিলাম পূর্ণগ্রাসটাকে কাজে লাগাব আমি। জংলীদের কলজে শুকিয়ে দিতে কলম্বাস ও কর্টেজ কিভাবে সূর্যগ্রহণকে কাজে লাগিয়েছিলেন স্মরণ করলাম। এই হঠাৎ-জাদুকরও সেই একই রাস্তা ধরবে।

ইতোমধ্যে ফিরে এসেছে ক্ল্যারেন্স।

'রাজাকে তোমার বার্তা পৌঁছে দিতে ঘাবড়ে গেছেন উনি,' বলল ও। 'কিন্তু মার্লিন বলল তুমি নাকি একটা আস্ত পাগল। বলল তুমি নাকি বোকার মত হুমকি দিচ্ছ। কি দুর্যোগ ডেকে আনবে জানতে চেয়েছে সে।'

BanglaBook.org

এক মুহূর্ত নিশ্চুপ থেকে তারপর বললাম: 'রাজাকে বলোগে

www.BanglaBook.org

যাও কাল দুপুরে—আমাকে যখন পোড়ানো হবে—কালো আঁধারে ঢেকে দেব আমি গোটা পৃথিবী। সূর্যের আলো কেড়ে নেব আমি এবং আর কোনদিন আলো বিলাবে না ওটা!'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ছয়

সূর্যগ্রহণের কথা যখনই ভাবি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই। এ যাত্রা রক্ষা পেতে যাচ্ছি নির্ঘাত। এবং শুধু তাইই নয়, এঘটনা আমাকে আত্মপ্রতিষ্ঠা এনে দেবে।

সকাল হলো। কানে এল পদশব্দ। দরজা খুলে যেতে পাহারাদার বলল আমাকে, 'খুঁটি পোঁতা হয়েছে। তাড়াতাড়ি চলুন।' খুঁটিতে বেঁধে আগুনে জ্যান্ত পোড়ানো হবে আমাকে।

আমাকে টেনে হিঁচড়ে, ভূগর্ভস্থ অগুনতি করিডরের গোলোকধাঁধার মধ্য দিয়ে কোর্টইয়ার্ডে এনে হাজির করল। ওই যে শূলটা, চারধারে তার জাঁকিয়ে বসেছে জনতা।

আমাকে শূলে শিকলবদ্ধ করার সময়টুকু জনতা নীরবে প্রত্যক্ষ করল। চাপা আতঙ্ক সবার মধ্যে। এক লোক হাঁটু গেড়ে বসল আগুন জ্বালতে। এক পুরোহিত ল্যাটিন ভাষায় কিছু শব্দোচ্চারণ শুরু করে, আচমকা থেমে গিয়ে আকাশের দিকে চোখ তুলে চাইল।

সমবেত জনতা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে দৃষ্টিনিবদ্ধ করল

www.BanglaBook.org

আকাশে। ওদের দেখাদেখি চাইলাম আমিও। ওই তো, কোন সন্দেহ নেই, আমার পরম আকাঙ্ক্ষিত সূর্যগ্রহণ আরম্ভ হলো বলে! ভঙ্গি নিয়ে ডাঁটের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, সূর্যের দিকে হাত তুলে বললাম: 'যে যেখানে আছ বসে পড়ো। কেউ যদি একচুল আগে বেড়েছ—সে রাজা হও আর যে-ই হও—তো তার মাথায় বাজ ফেলব, তার গায়ে বিদ্যুতের আগুন ধরিয়ে দেব।'

আস্তে ধীরে জনতা তাদের আসন গ্রহণ করল। আমি জানি সমস্ত কলকাঠি এখন আমার হাতে।

'তোমার কি চাই বলো,' চিৎকার করে উঠলেন রাজা। 'যা চাও তাই পাবে। তবু এই দুর্যোগ ডেকে এনো না! সূর্যটাকে রেহাই দাও! দেখো দেখো, ওটা কেমন কালো হয়ে যাচ্ছে।'

হুঁ, এটা তারমানে সত্যিই ষষ্ঠ শতাব্দী, স্বপ্ন নয়। আমি এখন যেভাবেই হোক রাজা আর্থারের দরবারে অবস্থান করছি। যতটা পারা যায় এর ফায়দা লুটব মনস্থ করলাম। পূর্ণগ্রাস কতক্ষণ বহাল থাকে ভেবে বের করার চেষ্টা করলাম। কাল নির্ণয়ে কোন ভুলচুক করা চলবে না। করলেই মরণ!

'আমার একটাই শর্ত। আমাকে চিরদিনের জন্যে প্রধানমন্ত্রী করতে হবে। এ ব্যাপারে কোন আপোষ নেই,' রাজার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললাম।

গলা চড়ালেন রাজা।

'ওর বাঁধন খুলে দাও। সবাই ওকে আভূমি প্রণাম করো, কারণ এখন থেকে সে রাজার মন্ত্রী।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি এবার বেশভূষা চাইলাম, আমার আধুনিক কাপড়-চোপড় এখানে অচল যেহেতু।

দাবি মিটতে দেরি হলো না। আমি যখন হাঁসফাঁস করে ষষ্ঠ শতাব্দীর ওইসব উদ্ভট পোশাক-আশাক গায়ে চড়াচ্ছি তখন দিনের আলো প্রতি পলে মরে মরে আসছে। অবশেষে সূর্যগ্রহণ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হলো এবং আমার খায়েশও পূরণ হলো!

দু'হাত তুলে এবার বলে উঠলাম আমি: 'দূর হয়ে যাক জাদুর মায়া।'

প্রথমটায় অটুট নিস্তব্ধতা। কিন্তু তারপর সূর্যের কিনারা উঁকি মারতে না মারতে জনতা পড়িমরি ছুটে এল মহান জাদুকরকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাত

এ রাজ্যে আমি এখন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি। আদর-আপ্যায়নের কূল-কিনারা নেই আমার। চাকর-বাকর, নতুন পোশাক থেকে শুরু করে কি না পাচ্ছি? যখন যা দরকার আদেশ করছি আর চোখের পলকে সব এসে যাচ্ছে।

একটা ব্যাপারে অবশ্যি সামান্য ঝামেলা পোহাতে হলো প্রথমদিকে। আমাকে নিয়ে লোকের আগ্রহের অন্ত নেই। সূর্যগ্রহণ দেখে গোটা ব্রিটিশ জাতির ভয়ে মৃতপ্রায় দশা, দূর দূরান্ত থেকে মানুষজন আসছে আমাকে একনজর দেখার জন্যে। সারা দিনে কতবার যে দর্শন দিতে হচ্ছে আমাকে তার ইয়ত্তা নেই। ওদিকে, বলাইবাহুল্য, হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরছে মার্লিন জাদুকর।

জনতা কদিন পর থেকে আবদার জুড়ল, আমাকে আরেকটা ভেলকি দেখাতে হবে। বোঝো ঠ্যালা! ওরা স্বচক্ষে আমার কেরামতি দেখেছে শতমুখে বলে বেড়িয়ে বাহাদুরি নেবে আরকি। অগত্যা একটা মতলব ভাঁজতে হলো। জনসমক্ষে বিবৃতি দিলাম দু'

www.BanglaBook.org

হপ্তার মধ্যে স্বর্গ থেকে আগুন এনে 'ধ্বংস করে দেব মার্লিনের পাথরের টাওয়ার।

ক্ল্যারেন্সের ওপর আস্থা রেখে ওকে বললাম এ ধরনের দৈব ঘটনা ঘটাতে খানিকটা প্রস্তুতি লাগে। গোপনে আমরা কয়েক পাত্র অতি উন্নতমানের বিস্ফোরক বারুদ ও একটা বজ্রগ্রহ তৈরি করলাম।

রাতের আঁধারের সুযোগ নিয়ে জাদুকরের টাওয়ারে ঠেসে রেখে এলাম সবটুকু বারুদ। তারপর মওকা মত তেরোতম দিনের রাতের বেলা বারুদে খাড়া করে রেখে দিয়ে এলাম আমাদের বজ্রবহটা।

অলৌকিক (!) এই ঘটনাটা ঘটাতে আমার দরকার এখন একটা ঝড়ো রাত এবং অগণিত বিজলীর ঝলকানি। রডটাকে বিদ্যুৎ আঘাত হানলে ওটা শক্তি সঞ্চারিত করবে নিচে অপেক্ষমাণ বারুদের ডিপোয়, এবং তারপর দুড়ুম।

সন্ধে নাগাদ, বহু প্রতীক্ষিত ঝড়টা আমার ধেয়ে এল। মার্লিনের উদ্দেশে হাঁক ছাড়লাম আমি। 'আমার জাদুর আবেশ কাটাতে তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি।'

ও এক চিমটি বারুদ জ্বেলে বাতাসে হিং টিং ছট করতে লাগল।

ইতোমধ্যে চমকাতে লেগেছে বিদ্যুৎ, তাই সোৎসাহে বললাম আমি, 'অনেক সময় পেয়েছ, আর না।' বাতাসে তিনবার হাত দুলিয়েছি কি দুলাইনি অমনি ভয়াবহ এক বিস্ফোরণের শব্দে কানে তালা লেগে গেল। জাদুকরের সাধের টাওয়ার দাউদাউ আগুনের সঙ্গে বিশাল বিশাল চাঁই হয়ে লাফিয়ে উঠেছে শূন্যে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বড় মোক্ষম ফল দিল এবারের দৈব ঘটনাটা। রাজা মার্লিনকে নির্বাসন দিতে চাইলে তাঁকে কোনমতে ঠেকালাম আমি। আবহাওয়া বশ করতে বুড়োকে পরে কাজে লাগবে। আমি এমনকি ওর টাওয়ারটাও মেরামত করানোর ব্যবস্থা করলাম। কিন্তু কি বলব, বুড়ো একেবারেই অকৃতজ্ঞ ছোটলোক। একবার একটা শুকনো ধন্যবাদ পর্যন্ত দিল না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

আট

টাওয়ারের ঘটনাটা আমাকে আরও দোর্দণ্ডপ্রতাপ করে তুলল। ক্ষমতা কি ও কত প্রকার জীবনে এই প্রথম উপলব্ধি করতে পারলাম। হ্যাঁ, রাজার চাইতে কম শক্তিধর নই এখন আমি। তবে আমাদের দু'জনের মিলিত শক্তির চাইতেও বড় একটা শক্তি রয়ে গেছে এদেশে। সেটা হচ্ছে গির্জা।

বড় বিচিত্র এই দেশ, তবে ক্রমেই অভ্যস্ত হয়ে উঠছি আমি এর রীতি-নীতি, সংস্কৃতির সঙ্গে। আর মানুষের কথা যদি বলতে হয় তো বলব এরা খুবই খামখেয়ালী ও সরল সাদাসিধে কিসিমের। সত্য কথাটা হলো, রাজা আর্থারের ব্রিটিশ জাতির অধিকাংশ মানুষ ক্রীতদাস এবং গলায় তারা লোহার কলার পরে থাকে। বাকিরা নিজেদের স্বাধীন, মুক্ত মানুষ বললেও বাস্তবে তারা রাজার ও গির্জার কাছে দায়বদ্ধ।

আমাকে লোকে ভক্তি করে, ভয় পায়, কিন্তু আমি তো আর রাজপুরুষ নই। এবং এই আজব দেশের আজব মানুষদের কাছে

www.BanglaBook.org

রাজকীয়তা ও আভিজাত্য ক্ষুরধার বুদ্ধি ও প্রতিভার চাইতে অনেক অনেক বেশি সম্মানের দাবিদার।

খুব সহজেই একটা উপাধি বাগাতে পারতাম আমি। কিন্তু সেপথ পরিহার করলাম সযত্নে। জাতীয়ভাবে সম্মানিত করা হলেই কেবলমাত্র আমার উপযুক্ত মর্যাদা পেয়েছি বলে ভাবা সম্ভব আমার পক্ষে।

বেশ ক'বছর বাদে একটা উপাধি মনে ধরল আমার। এক কামারের মুখ ফস্কে বেরিয়ে যাওয়া শব্দ দুটো পুলকিত করে তুলল আমাকে। পরে এটা রাজার নামের মতই পরিচিতি পেল লোকমুখে। সর্ব সাধারণ অন্য কোন নামে এরপর আর ডাকেনি আমাকে। উপাধিটা আধুনিক ভাষায় অনেকটা 'দ্য বস'-এর মত শোনায়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

নয়

জাঁকজমকপূর্ণ টুর্নামেন্টের চল ক্যামেলটে আগে থেকেই ছিল। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নাইটরা আসেন, তাঁদের স্ত্রীদের ও স্কয়্যারদের নিয়ে। চারদিকে তখন সাড়া পড়ে যায় এসব টুর্নামেন্ট উপলক্ষে।

প্রতি হপ্তায় একটা করে টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয় এবং আমি অংশগ্রহণ করি তাতে। প্রায়ই লন্সেলট ও অন্যান্য নাইটরা আমাকে ভেতরে ঢুকতে তাগাদা দেন। মুখে বলি যোগ দেব, কিন্তু পেরে উঠি না, সরকারী কাজের ঝক্কি-ঝামেলা কি কম? সময় কোথায় আমার?

এমনি একদিন টুর্নামেন্ট উপভোগ করছি এসময় স্যার ডিনিডান এসে তাঁর রদ্দি মার্কা একটা কৌতুক ঝাড়লেন। ভদ্রলোক নিজেই হেসে খুন হয়ে ফিরে যাচ্ছেন সন্তুষ্টচিত্তে। গুঙিয়ে উঠলাম আমি, বললাম, 'ওহ, একেবারে বাজে!'

এখন হয়েছে কি, স্যার স্যাগ্রামোর, এইমাত্র যিনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রতিযোগিতাস্থলে অবতীর্ণ হয়েছেন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে, আমার মন্তব্যটা শুনে ফেলেছেন। তিনি ভেবে বসেছেন লড়াইয়ের মাঠে তাঁর দক্ষতা নিয়ে বুঝি মন্তব্যটা ছুঁড়েছি আমি।

আর যায় কোথায়, ভদ্রলোক তো রেগে কাঁই। ভারি নাকি অপমানিত বোধ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন। এতদিনে জেনে গেছি এসব লোকের মাথায় একবার ভূত চাপলে তাকে নড়ায় কার সাধ্যি। কাজেই, কি উদ্দেশ্যে, কাকে লক্ষ্য করে মন্তব্যটা করেছি অতসব ব্যাখ্যার মধ্যে গেলাম না।

দিনক্ষণ ঠিক করে ফেললেন স্যার স্যাগ্রামোর। তিন-চার বছর পরের একটা বিশেষ দিনে যুদ্ধটা হবে। জানিয়ে দিলাম তৈরি থাকব আমি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

দশ

গোল টেবিল শুনল চ্যালেঞ্জটার কথা। রাজা মত দিলেন আমাকে অ্যাডভেঞ্চার করে আসতে। তাতে নাকি স্যার স্যাগ্রামোরের সঙ্গে যুঝতে অমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে আমার।

রাজ আজ্ঞা মাথা পেতে নিলাম।

দেশের উন্নতির লক্ষ্যে যে সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছি আমি, তাতে কিছুদিন ছুটি আমার পাওনাই হয়েছে বলা চলে। রাজ্যের আনাচে কানাচে সব ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু করার ব্যবস্থা করেছি আমি। যেখানে যা প্রতিভা খুঁজে পেয়েছি তাদেরকে মানিক রতনের মতন তুলে এনে প্রশিক্ষণ দিয়েছি আমার মানব কল কারখানাগুলোতে— বলাইবাহুল্য, সর্বাত্মক গোপনীয়তা বজায় রেখে।

লোকে কিছুই জানে না এতসব কাণ্ডের, কিন্তু তাদের নাকের ডগাতেই উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়ে চলেছি আমি, এই হ্যাঙ্ক মর্গান। দেশে স্কুল, দোকান-পাটের প্রচলন করা হয়েছে।

www.BanglaBook.org

তবে যা-ই করেছি বিজ্ঞানসম্মত উপায়েই করেছি।

ক্ল্যারেন্সের বয়স এখন বাইশ, তরতাজা যুবক। এলেমদার ছোকরা এখন আমার প্রধান সহকারী, আমার ডান হাত। ও পারে না হেন কাজ নেই।

টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইন বসানোর প্রকল্পটাই আমাদের সবচেয়ে বেশি সময় খেয়ে নিচ্ছে। আমাদের একদল বিশ্বস্ত লোক গোটা দেশের শহরগুলোয় তার সংযোগ করে চলেছে, তবে সবই রাতের অন্ধকারে।

এছাড়া অবশ্যি যেমন সাধারণ অবস্থায় পেয়েছিলাম দেশটাকে তেমনটিই রয়ে গেছে।

রাজার ক্রমাগত প্ররোচনায় এবার অভিযানে বেরোতে তৈরি হলাম আমি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

এগারো

ভবঘুরে মিথ্যুকদের এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। এমন কোন মাস নেই যে মাসে কেউ না কেউ দুর্গে এসে আজগুবী কোন গপ্পো ফাঁদেনি। এদের বেশিরভাগ কল্পকাহিনীই কোন না কোন রাজকুমারীকে কেন্দ্র করে। বহু দূরবর্তী কোন এক দুর্গে আটকে রাখা হয় বেচারীদের! এবং সবাই গোগ্রাসে গেলে ও বিশ্বাস করে এসব কাল্পনিক গল্প-গাথা।

একদিন একটি মেয়ে এল এমনি এক কাহিনী নিয়ে। সে বলল তার মনিবানী নাকি চুয়াল্লিশ জন অপরূপা সুন্দরী যুবতী সহ বন্দী হয়ে রয়েছেন এক দুর্গে। তিন তিনটে অতিকায় দৈত্য নাকি পাহারা দিয়ে রাখে তাঁদের। এমন কোন দুঃসাহসী নাইট কি আছেন ওঁদেরকে উদ্ধার করে আনতে পারেন? অভিযানের গন্ধ পেয়ে এক পায়ে খাড়া হয়ে গেলেন প্রতিটি নাইট। কিন্তু রাজা সুপারিশ করলেন আমাকে গিয়ে যুবতীদের মুক্ত করে আনতে।

ডেকে পাঠালাম মেয়েটিকে, টুকটাক কিছু কথা জেনে নেয়ার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জন্যে। এ মেয়ে নিজেও রূপসী, কিন্তু আলাপচারিতায় কিছুই জানা গেল না একমাত্র তার নাম ছাড়া। নাম তার অ্যালিসান্ডে।

ইতোমধ্যে মেয়েটি বিদায় নেয়ার পর ক্ল্যারেন্স হাজিরা দিল।

'এতক্ষণ চিন্তা করছিলাম তুমি ওর কাছ থেকে কি কি জানতে চাইতে পারো।' বলল সে।

'কি আবার, দুর্গটা কোথায়, কিভাবে ওখানে যেতে পারি এসবই তো,' বললাম দায়সারা কণ্ঠে।

'দেখো ও-ও যাবে তোমার সাথে।' বলল ক্ল্যারেন্স।

'আমার সাথে ঘোড়ায় চেপে? আরে ধ্যেত!'

'দেখে নিয়ো তুমি,' বলল ও। 'যাবেই যাবে।'

সত্যিই বিলক্ষণ ফলে গেল ওর ভবিষ্যদ্বাণী।

সবার মুখে এখন কেবল আমার অভিযানের আলোচনা। ভোর নাগাদ রওনা দেব আমরা, দূর যাত্রার পক্ষে এটাই স্বাভাবিক সময়। কিন্তু বর্ম নিয়ে বিটকেল সমস্যায় পড়া গেল। আজব ওই ধড়াচূড়া পরতে গিয়ে নাজেহাল আমি। সে এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা!

পুবাকাশে সবে লালিমা দেখা দিয়েছে, রাজা ও তাঁর দরবারীরা সবাই আমাদের বিদায় জানানোর জন্যে তৈরি হয়ে রইলেন। আমাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে চড়ানো হলো ঘোড়ার পিঠে। রেকাবে আমার দু'পা আটকে হাতে ধরিয়ে দেয়া হলো একটা বর্শা।

এবার যাত্রা হলো শুরু।

প্রথমটায় ভোরের ঠাণ্ডা আবহাওয়া ভারি মনোরম বোধ হলো, কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক যেতে না যেতেই মজা টের পেলাম। সূর্যের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অসহ্য দাপটে ক্রমেই উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হয়ে উঠছে আমার লৌহনির্মিত সাজপোশাক। অ্যালিসান্ডেকে দিয়ে শেষমেষ শিরস্ত্রাণটা খোলালাম, ওটা পানিতে ভর্তি করে ও বর্মের ভেতর ঢেলে দিতে ভিজেনেয়ে খানিকটা আরাম বোধ করলাম। পাইপটা সঙ্গে এনেছি আমি, আইঢাই করছে মনটা এমুহূর্তে ধূমপানের জন্যে। কিন্তু আগুন পাব কই? বোকার মত দিয়াশলাইটা রেখে এসেছি যে।

রাত কাছিয়ে এলে তাঁবু গাড়লাম আমরা। কিন্তু পরদিন ভোরের আগেই রওনা দিলাম ফের। অশ্বচালনা করছে অ্যালিসান্ডে এবং আমি পেছন পেছন চলেছি খোঁড়াতে খোঁড়াতে।

এক সময় ছেঁড়া জামাকাপড় পরিহিত এক দল লোকের দেখা পেলাম আমরা, রাস্তা মেরামত করছে।

'কি, ভাই, তোমাদের সঙ্গে আমরা নাস্তা করতে পারি?' প্রস্তাব করলাম আমি।

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল লোকগুলো। হবে না-ই বা কেন, এদেশে নাইটদের তো আর চাষাভূষো, হতদরিদ্রদের সঙ্গে মেলামেশার রেওয়াজ নেই।

নাস্তার পর, ওদের কাছে চাইতে আমাকে এক টুকরো চকমকি পাথর ও ইস্পাত দিল, এবং সাহায্য করল আমাকে ঘোড়ায় চাপতে।

পাইপটা জ্বাললাম আমি। ধোঁয়ার প্রথম কুণ্ডলীটা আমার শিরস্ত্রাণের ফাঁক গলে বেরিয়ে এলে, ভয়ে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জঙ্গলপানে ভোঁ দৌড় দিল খেটে খাওয়া মানুষগুলো।

ওরা মনে করেছে অগ্নি-ঢেকুর তোলা ড্রাগনবিশেষ আমি। অনেক অনুরোধ উপরোধ করে ফিরিয়ে আনা গেল ওদের, এবং অবশেষে ওদের বিশ্বাস করাতে পারলাম এটা সামান্য একটা নির্দোষ জাদু মাত্র, এতে ভয়ের কিছু নেই। ভয় কাটলে, উল্টে ওরাই হাতে-পায়ে ধরতে লাগল আমার। গলগল করে আরও বার কয়েক ধোঁয়া ছাড়ার পর পার পাওয়া গেল। কিন্তু এটা জানা হয়ে গেল, প্রয়োজনে এ বিদ্যা কাজে লাগিয়ে মানুষকে তাক লাগিয়ে দেয়া যাবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

বারো

সেরাতে উঁচু জমিতে দাঁড়ানো সুবিশাল এক দুর্গ আমাদের দৃষ্টিসীমায় এল। এই দুর্গের অধিশ্বরী হচ্ছেন মর্গান লে ফে, রাজা আর্থারের বোন, রাজা ইউরিয়েন্সের স্ত্রী। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের কোন সুখকর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা সম্ভব হচ্ছে না আমার পক্ষে। থাকলে তো করব!

মর্গান লে ফে সম্পর্কে আগে অনেক কথাই শুনেছি, এবং সেজন্যে আনন্দদায়ক কোন ঘটনা ঘটবে তেমনটা আশাও করিনি। খুবই কুটিল মনের মানুষ তিনি; নানা অপরাধের কালিমালিপ্ত তাঁর অতীত।

দুর্গের ফটকে পৌঁছতে না পৌঁছতে তাঁর সঙ্গে দেখা করার হুকুম জারি হলো। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম, ভদ্রমহিলা রীতিমত সুন্দরী।

এক-সুদর্শন যুবাবয়সী পেজকে এসময় ট্রে-তে করে কি যেন নিয়ে আসতে দেখা গেল। প্রণত হয়ে মহিলার সামনে ওটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উপস্থাপন করার সময় হঠাৎ ভারসাম্য হারিয়ে সে পড়ে গেল তাঁর হাঁটুর ওপর। আর যায় কোথায়, চকিতে একটা ছোরা আমূলবিদ্ধ হলো ওর শরীরে, ছটফট করতে করতে মারা গেল বেচারা। ভৃত্যদের ডাকা হলো মৃতদেহ সরানোর জন্যে, এবং আশ্চর্যের কথা, পুরোটা সময়ই আমাদের সঙ্গে মিষ্টি কণ্ঠে আলাপচারিতা চালিয়ে গেলেন মহিলা। আতঙ্কে জমে যাওয়ার দশা আমাদের।

কথোপকথনের এক পর্যায়ে, রাজা আর্থারের প্রশংসা করলাম আমি, বেমালুম ভুলে গেছি এই নারী তাঁর ভাইকে কী ভীষণ ঘৃণা করেন। ভাইয়ের কথা উঠতেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে প্রহরীদের উদ্দেশে হাঁক ছাড়লেন তিনি।

'এক্ষুণি কারাগারে নিয়ে যাও এই বদমাশটাকে!'

এক প্রহরী আমার গায়ে হাত ছোঁয়াতেই স্যান্ডি—অ্যালিসান্ডেকে এখন এ নামেই ডাকছি—অবিচল আস্থার সঙ্গে আমার ঢাক পিটিয়ে দিল।

'আপনি কি নিজের ধ্বংস ডেকে আনতে চান? উনি কে তা জানেন, উনি হচ্ছেন দ্য বস!'

স্যান্ডির গলাবাজিতে কাঠ হয়ে গেল প্রহরী। মর্গান লে ফে মুচকি হাসলেন, যদিও হাসিতে ভয় চাপা দিতে পারেননি তিনি।

এ ঘটনার পর প্রকাণ্ড এক হলে ভোজসভার আয়োজন করা হলো, কামরাটা যেমনি সুসজ্জিত পরিবেশিত খাবার-দাবার তেমনি উপাদেয়। মাঝরাত নাগাদ খিল ধরে গেল সবার শরীরে, এমনই হাসি হেসেছি যে রীতিমত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি।

www.BanglaBook.org

হলঘরের শেষ মাথায় সহসা লাঠিতে ভর দেয়া এক বৃদ্ধা মহিলার আবির্ভাব ঘটল। রাণীর উদ্দেশে লাঠিটা তাক করে চেঁচিয়ে উঠল সে।

'খোদার গজব পড়ুক তোমার ওপর, হে নিষ্ঠুর পাপিষ্ঠা নারী! আমার নাতীকে খুন করেছ তুমি, আমার কলিজার টুকরাকে।'

চোখে খুনের নেশা নিয়ে সটান উঠে দাঁড়ালেন রাণী।

'ধরে নিয়ে যাও এই শয়তানীকে। এক্ষুণি শূলে চড়াও!'

স্যান্ডি আমার দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে রাণীর মুখোমুখি হলো।

'ম্যাডাম,' বলল ও, আঙুল দেখাল আমার দিকে, 'উনি এ কাজে নিষেধ করছেন। বলছেন হয় আপনি শাস্তি প্রত্যাহার করে নিন আর নয়তো উনি ধ্বংস ডেকে আনবেন এই দুর্গের ওপর। সবার চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে যাবে এটা।'

আমার তো মাথায় বাজ পড়ল আরকি! কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে রাণী অসম্মত হলেন না এবং রক্ষা করলেন স্যান্ডির কথা। অভ্যাগতরা এবার দুদ্দাড় ছুটতে লাগলেন দরজার উদ্দেশে, আমি যদি মত পাল্টে সত্যিসত্যি হাওয়ায় মিলিয়ে দিই দুর্গটা এই ভয়ে।

ঘাট হয়েছে, বাবা, এই ভয়ঙ্কর জায়গায় আর না। কিন্তু বিদায়ের আগে দিয়ে কিছু একটা করতে চাই আমি। রাণীকে বললাম ক্যামেলটের ও প্রতিবেশী দুর্গগুলোর কারাগার থেকে বন্দীদের মুক্ত করার ব্রত নিয়ে কাজ করে চলেছি আমি। তাঁর জেলখানাগুলো দেখার অনুমতি চাইলাম। খানিক গাঁইগুঁই করে

www.BanglaBook.org

শেষমেষ রাজি হলেন রাণী, এবং দুর্গের ভিত্তির নিচে নেমে এলাম আমরা। এখানে পাথর কেটে অসংখ্য কারাকক্ষ তৈরি করা হয়েছে।

অস্বাস্থ্যকর ওসব ইঁদুরের গর্তে মোট সাতচল্লিশ জন বন্দীকে পেলাম আমরা। হায় খোদা, এরা সামান্য অপরাধে, এমনকি অনেকে বিনা অপরাধে, পচে মরছে এখানে। সদ্যাগত এক বন্দীর অপরাধ হলো সে একটা মন্তব্য করেছিল।

মানুষ ভেতরে ভেতরে সবাই এক—লোকটা জানাল এই বিশ্বাসের কথা উচ্চারণ করার অপরাধে সাজা হয়ে গেছে তার।

লোকটাকে মুক্তি দিয়ে আমার মানব কারখানায় পাঠিয়ে দিলাম।

পাঁচজন বন্দীকে পাওয়া গেল যাদের নাম-ধাম, কিংবা অপরাধের কোন বিবরণ কারও মনে নেই। তারা নিজেরা পর্যন্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো ভুলে গেছে। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে সাজা ভোগ করছে ওরা। রাজা-রাণীও এদের সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।

'তাহলে এদের এতদিন ছেড়ে দেননি কেন?' মর্গান লে ফে-কে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

প্রশ্নটা হতভম্ব করে দিল তাঁকে। আরেহ্, এটা তো কোনদিন তাঁর মাথায় খেলেনি। কাণ্ড দেখো!

বড় অদ্ভুত মানুষ এই মর্গান লে ফে। উফ্, কখন যে বেরোব এই মগের মুল্লুক ছেড়ে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তেরো

আমরা রাস্তায় নামার দু'দিনের মধ্যেই উত্তেজনার আভাস লক্ষ করা গেল স্যান্ডির আচরণে। ও বলল আমরা নাকি দৈত্যের দুর্গের কাছাকাছি এসে পড়েছি। ধড়ফড় করতে লাগল আমার হৃৎপিণ্ড। কি উদ্দেশ্যে অভিযানে বেরিয়েছি ভুলেই মেরে দিয়েছিলাম।

স্যান্ডি এসময় ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছলে নেমে পড়ে হাত-ইশারায় থামতে বলল আমাকে, এবং হামাগুড়ি দিয়ে এক ঝাড় ঝোপের উদ্দেশে এগোল।

'ওই দেখো, সামনেই দুর্গটা,' গলা খাদে নামিয়ে বলল ও।

'দুর্গ?' শুধাই আমি। 'এ তো দেখছি একটা শুয়োরের খোঁয়াড়।'

বুঝতে পারল না ও, চিন্তিত সুরে বলল, 'শুয়োরের খোঁয়াড়? হবেও বা, নিশ্চয়ই জাদু টোনা করা হয়েছে, কারণ আগে তো এমন ছিল না। কি অদ্ভুত না, আমার চোখে যেটা দুর্গের মতন লাগছে তোমার কাছে সেটাই শুয়োরের খোঁয়াড় মনে হচ্ছে?'

হতকুচ্ছিত একটা শুয়োরের খোঁয়াড়কে ওর চোখে দুর্গ মনে

www.BanglaBook.org

হবে কেন ভেবে পেলাম না আমি, কিন্তু তাই বলে তর্কাতর্কির মধ্যেও গেলাম না। পরিষ্কার উপলব্ধি করছি ওর মোহ ভঙ্গ করা আমার কর্ম নয়। কাজে কাজেই তাল মিলিয়ে গেলাম ওর সঙ্গে।

'ধাঁধা আসলে তোমার না লেগেছে আমার চোখে,' বললাম। 'তাই শুধু আমার চোখেই এত সুন্দর দুর্গটাকে দেখাচ্ছে খোঁয়াড়ের মতন আর যেসব রাজকন্যাদের উদ্ধার করতে এসেছি তাদের মনে হচ্ছে শূকরতুল্য। কিন্তু আদতে তারা রাজকন্যাই আছে, নিজেদের কাছেও এবং তোমার চোখেও। জাদুতে পেয়েছে শুধু আমাকে। আর খুব সম্ভব ওই শূকরপালকগুলো, শূকর চরাচ্ছে যারা, ওরাই আসলে সেই তিন দৈত্য।'

'ওহ্, ওরাও কি রূপ পাল্টেছে নাকি? নতুন রূপ ধরেছে?'

হকচকিয়ে গিয়ে মাথা ঝাঁকালাম।

'ভয় পেয়ো না তুমি,' বললাম ওকে। 'দেখো কি করি।'

স্যান্ডিকে ওখানে রেখে শূকরপালকদের কাছে গেলাম। তারপর ষোলো পেনী খরচা করে সব কটা শুয়োর কিনে নিলাম।

আমি খোঁয়াড়ের দরজা খুলে দিতে, স্যান্ডি শুয়োরগুলোর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল—আনন্দাশ্রু গড়াচ্ছে ওর গাল বেয়ে। শুয়োরগুলোকে আদর-সোহাগ করে রাজকুমারীদের পক্ষে মানানসই নাম ধরে ডাকাডাকি করতে লাগল।

স্যান্ডির উদ্ভট মোহ সম্পর্কে ভাবলাম আমি। সুস্থ মস্তিষ্কের একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে, অথচ দেখো, চারপাশের আর সবার মত সে-ও কিরকম কুসংস্কারগ্রস্ত। স্যান্ডিকে যদি বলি ঘণ্টায় পঞ্চাশ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাইল বেগে ওয়াগন ছুটতে দেখেছি আমি, শুনেছি কয়েকশো মাইল দূরে অবস্থানরত কারও কথা, আমাকে নির্ঘাত পাগল ঠাওরাবে ও।

উন্মাদের বদনাম কামাতে না চাইলে আমাকে লোকোমোটিভের আর টেলিফোনের গল্প নিজের পেটের মধ্যেই চেপে রাখতে হবে।

এমনকি পৃথিবীটা যে গোল এ রাজ্যে বুঝি আমিই একমাত্র এই ধারণায় বিশ্বাস করি, এ ব্যাপারেও মুখে তাই তালা মেরে রাখা দরকার। নইলে কখন আবার প্রাণ সংশয় হবে কে বলতে পারে।

পরদিন সকালে বললাম, 'তো, স্যান্ডি আমাদের অভিযান তো সফল হলো। "রাজকন্যাদের" উদ্ধার করা গেল। এবার বাড়ি ফিরে রিপোর্ট করতে হয় যে।'

'বেশ তো, চলো,' বলল ও। 'আমিও তোমার সাথে যাব, যদ্দিন না কোন চ্যাম্পিয়ন এসে জয় করতে পারছে আমাকে, আমি তোমার সাথেই থাকব।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

চোদ্দ

তীর্থযাত্রীদের একটা মিছিল দিনের শুরুতেই আমাদের দৃষ্টি কেড়ে নিল। বন্ধুভাবাপন্ন, হাস্যোচ্ছল একদল সুখী মানুষ।

'এরা সব যাচ্ছে,' বলল স্যান্ডি, 'পবিত্র উপত্যকায়। ওখানকার মায়া পানি পান করে জীবনের সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে।'

'জায়গাটা কোথায়?' বললাম আমি।

'এখান থেকে দু'দিনের পথ,' জবাবে বলল ও। 'খুবই প্রসিদ্ধ জায়গা। প্রাচীনকালে এক মোহান্ত ও তাঁর ভিক্ষুরা বাস করতেন ওখানে। তাঁদের চাইতে পূতপবিত্র মানুষ আর কেউ ছিল না। কিন্তু পানির বড় অভাব ছিল সেখানে। সেই অপাপবিদ্ধ মোহান্ত খোদার কাছে প্রার্থনা করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে শুকনো মরুর বুক চিরে স্বচ্ছ পানির ফল্গুধারা ছুটল।

'মোহান্তের অবদানে পানি সমস্যার সমাধান হলে, পুরোহিতরা এবার ঝুলোঝুলি শুরু করলেন একটা স্নানাগার তৈরি করে দেয়ার

www.BanglaBook.org

জন্যে।

'অনুরোধ ফেলতে পারলেন না মোহান্ত। পুরোহিতরা স্নানাগার থেকে গোসল সেরে বেরিয়ে এলেন তুষারশুভ্র রূপ নিয়ে।

'কিন্তু স্নানাগারটা নিশ্চয়ই কোন না কোনভাবে অসন্তুষ্ট করে তোলে মহান খোদাতালাকে, কারণ হঠাৎ করে সেই মুহূর্তে পানির ধারাটা স্তব্ধ হয়ে গেল।

'কত প্রার্থনাই না করা হলো, কিন্তু তাতে লাভ হলো না কিছু। শেষমেষ মোহান্ত ধ্বংস করে দিলেন স্নানাগারটা। ব্যস, আবার শুরু হলো পানির তোড়, আজও ওটা তেমনি বয়ে চলেছে। এই আশ্চর্য ঝর্ণার কথা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছে দূর দূরান্ত পর্যন্ত।'

তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে সারাদিন ঘোড়া চালালাম আমরা। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে দেখি এক নাইট ঘোড়া দাবড়ে এদিকেই আসছেন। এগিয়ে গেলাম তাঁকে স্বাগত জানাতে।

'পবিত্র উপত্যকা থেকে আসছি আমি,' জানালেন উনি।

শুনে খুশি হয়ে উঠলাম।

'স্যার, একটা দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছি আমি,' বললেন নাইট। 'আপনারা কি তীর্থযাত্রী? আপনারা জড় হোন, কিছু কথা আছে আমার। আপনারা যে উদ্দেশ্যে চলেছেন তা সফল হবে না। উপত্যকায় দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে—বহু আগে ঠিক যেমনটা ঘটেছিল!'

'অলৌকিক সেই ঝর্ণা থেমে গেছে!' হাহাকার করে উঠল তীর্থযাত্রীরা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আজ নয়দিন হলো শুকিয়ে গেছে ওটা,' ব্যাখ্যা করলেন নাইট। 'ওখানে সবাই মোনাজাত করছে, ধর্মীয় শোভাযাত্রা বের করছে কোনভাবে যদি ঝর্ণাটা চালু হয়। লোক পাঠানো হয়েছে আপনার কাছে; স্যার বস্, আপনি যদি জাদু দেখিয়ে এর একটা হিল্লে করতে পারেন। মার্লিন অবশ্য তিন দিন ধরে রয়েছে সেখানে, কিন্তু এখন পর্যন্ত সে এক ফোঁটা পানিও বের করতে পারেনি।'

নাস্তার পর একটা চিরকুট লিখলাম। তার ভাষাটা এরকম:

'কেমিকেল বিভাগ, ল্যাবোরেটরি এক্সটেনশন, সেকশন জি পি এক্স এক্স পি। এক নম্বর মাল দুটো, তিন নম্বর দুটো এবং চার নম্বর হাফ ডজন পাঠিয়ে দাও, বিশদ বর্ণনাসহ—এবং সঙ্গে আমার দু'জন তালিম প্রাপ্ত সহকারী।'

নাইটের হাতে চিরকুটটা ধরিয়ে দিয়ে বললাম, 'ক্যামেলটে উড়ে চলে যান, সাহসী নাইট। চিঠিটা ক্ল্যারেন্সকে দেখালেই চলবে। যা করার ও-ই করবে।'

'এখুনি যাচ্ছি আমি, স্যার বস্,' বলে তখুনি রওনা দিলেন নাইট।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

পনেরো

তীর্থযাত্রীরা মানুষ—সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, তা নাহলে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া হতে পারত তাদের। দীর্ঘ, কষ্টকর ভ্রমণ শেষে এখানে পৌঁছেছে তারা, ক্লান্তিকর যাত্রা যখন শেষ প্রায়, এসময় জানতে পারল যেজন্যে আসা সেটার অস্তিত্বই বিলোপ হয়ে গেছে। ঘোড়া, বেড়াল বা অন্য কোন প্রাণী হলে যা করত তারা তা করল না—পিঠটান দিয়ে লাভজনক অন্য কোন কিছুর সন্ধান—না, অলৌকিক ঝর্ণাটা দেখার জন্যে এখন বরং তাদের আকাঙ্ক্ষা অন্তত চল্লিশ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কাজেই সূর্যাস্তের আগ দিয়ে আমরা সদলবলে পৌঁছে গেলাম পবিত্র উপত্যকায়। চারদিকে যেন মৃত্যুর ছায়া নেমে এসেছে। ঘণ্টাগুলো বাজছে মৃদু, বিষণ্ণ সুরে।

বৃদ্ধ মোহান্ত আমাকে দেখে যারপরনাই খুশি হলেন।

'দেরি কোরো না, বাছা আমার,' বললেন বৃদ্ধ। 'কাজে লেগে পড়ো।'

www.BanglaBook.org

কিন্তু মার্লিনের ফুসমন্তর শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি যে কাজে হাত দিতে পারব না।

অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন তিনি। কিন্তু আমল দিলাম না আমি, অনড় রইলাম। মার্লিন জাদুকরের জন্যে খুবই ভাল হত, যদি সে রণে ভঙ্গ দিয়ে এখুনি মানে মানে সরে পড়ত, কারণ ওর যা বিদ্যে তাতে আর যা-ই হোক ঝর্ণায় পানি বইবে না।

প্রাণান্ত চেষ্টা করে চলেছে মার্লিন, এবং আমিও চাইলাম না ও ক্ষান্ত দিক। আমার প্রস্তুতির জন্যে সময় লাগবে না?

ক্যামেলট থেকে মালপত্তর না আসা পর্যন্ত হাত গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া কিচ্ছু করার নেই আমার। অর্থাৎ দু'তিনদিনের মামলা।

যা ভেবেছিলাম তাই। 'ঝর্ণা'টা হচ্ছে সাধারণ একটা পাত কুয়া। দায়সারা ভাবে খনন করে যেনতেন প্রকারেণ খাড়া করে দেয়া হয়েছে পাথর দিয়ে।

উপাসনালয়ের মধ্যখানের একটা কামরায় কুয়াটার অবস্থান। পানি যখন ছিল, পুরোহিতরা তখন ওখান থেকে বালতি ভরে পানি তুলে নিয়ে, ভজনালয়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত পাথুরে নালাগুলোয় ঢেলে দিতেন। আর একেই লোকে মনে করত স্বর্গীয় পানি।

আমার সন্দেহ হলো, পাতকুয়াটার কোথাও নিশ্চয়ই এক বা একাধিক ফুটো হয়ে গেছে। কুয়ার তলদেশ লাগোয়া কিছু পাথর খসে গেছে দেখলাম এবং ছোট ছোট চিড় দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে পানি বেরোচ্ছে।

পাতকুয়ার কামরাটায় প্রবেশ করলাম আমি। ক'জন সন্ন্যাসীকে

www.BanglaBook.org

ডেকে এনে বন্ধ করে দিলাম কামরার দরজাটা।

একটা মোমবাতি জ্বাললাম আমি এবং ভিক্ষুদের বললাম বাল্‌তিতে চাপিয়ে আমাকে কুয়ার নিচে নামিয়ে দিতে। নিচে নেমে দেখি ধারণাটা আমার ঠিকই ছিল।

দেয়ালের বড়সড় একটা অংশ গায়েব, এবং সেখানে এখন ইয়াব্বড় এক ফাটল।

পানি আছে ওই স্তরটার নিচে—বাল্‌তিটা একটুর জন্যে অত গভীরে নাগাল পেতে ব্যর্থ হলো।

আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম, ওঁরা এতগুলো লোক এখানে বসে খাস দিলে দোয়া করছেন, মনের দুঃখে ঘণ্টা বাজাচ্ছেন, অথচ কারও মাথায় একবারও একথাটা এল না যে পাতকুয়ায় একটা ছিপ-বড়শি ফেলি কিংবা নিজেই নেমে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখি ব্যাপারখানা কি।

পানির মতন সোজা সমস্যাটার সমাধান। কিন্তু আমি উঠে এসে ভিক্ষুদের বললাম সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।

'শুকনো কুয়োয় পানি আনা চাট্টিখানি কথা নয়। তবে চেষ্টা আমরা ঠিকই করব, আগে মার্লিন ভায়া ফেল মারুক। অলৌকিক ঘটনাটা ঘটাতে আমি সক্ষম, এবং সেটা ঘটাবও। তবে মেলা চাপ পড়বে আমার ওপর।'

কাজটা ভয়ানক কঠিন, এমুহূর্তে সবার মধ্যে ধারণাটা ছড়িয়ে দিতে পারলেই সুবিধে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ষোলো

শনিবার দুপুরে পাতকুয়াটার কাছে গিয়ে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম। মার্লিন তখনও কেবল স্মোক পাউডার জ্বালছে আর আপনমনে অর্থহীন বকে যাচ্ছে। মিনিট বিশেক পরে ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল ও, দস্তুরমত হাঁপাচ্ছে—হা-ক্লান্ত।

'এই মন্ত্র ভাঙে কার সাধ্য,' অবশেষে বলল বেচারা। 'আর কোনদিন পানি বইবে না এখানে। মানুষের পক্ষে যা যা চেষ্টা করা সম্ভব কিছুই বাদ রাখিনি আমি।'

মোহান্ত ফিরে চাইলেন আমার উদ্দেশে।

'ও যা বলল এটা কি সত্যি?'

'উঁহুঁ, কিছু কিছু শর্ত সাপেক্ষে এই জাদু কাটানো সম্ভব,' ভারিক্কি চালে বললাম।

'কি সেগুলো?' আশান্বিত কণ্ঠে জবাব চাইলেন মোহান্ত। 'আমরা সবতেই রাজি।'

'ও তেমন কিছু না,' বললাম। 'আজ গোধূলিবেলা থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাকে এই কুয়ার কাছে একা থাকতে দিতে হবে, যতক্ষণ না শাপমুক্তি ঘটে।'

সন্ধে নাগাদ পৌঁছে গেল আমার কর্মীরা। যা যা দরকার সবই নিয়ে এসেছে তারা—যন্ত্রপাতি, পাম্প, বাজি-পটকা—একটা অলৌকিক ঘটনা চমৎকারভাবে সম্পন্ন করতে যা যা লাগে আরকি।

আমার ছেলেরা একেকজন ঝানু বিশেষজ্ঞ। সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা আগেই ছিদ্র সারাই করে ফেলা গেল। ফলে উঠতে আরম্ভ করল পানির স্তর। নয় ঘণ্টার মধ্যেই আগেকার লেভেল ফিরে পেল পাতকুয়াটা।

লোহার খুদে একটা পাম্প বসালাম আমরা—আমার প্রথমদিককার একটা আবিষ্কার—এবং একটা সংযোগ পাইপ জুড়ে দিলাম উপাসনালয়ের মেঝে অবধি। এর ফলে জনতা বাইরে থেকে তোড়ে বেরিয়ে আসা পানি দেখতে পাবে।

ভজনালয়ের ছাদে হাউই ও আতশবাজি ফিট করে, মোহান্তের জন্যে প্রায় দুশো গজ মতন দূরে একটা মঞ্চ বানালাম। দেখাতেই যখন হবে তখন সুচারুভাবেই দেখানো উচিত অলৌকিক ঘটনাটা। বেশি পাঁয়তারা করতে গেলে বিপদ ঘনাতে কতক্ষণ।

দূর দূরান্তেও রটে গেছে পাতকুয়ার দুর্দশার কাহিনী। দল বেঁধে তাই লোক আসছে উপত্যকায়। রোববার রাতে আশ্চর্য ঘটনাটা উপস্থাপন করব ঠিক করলাম, এবং ঘোষকরা বেরিয়ে পড়ল সন্ধের দিকে, রাতের ঘটনা সম্পর্কে মানুষকে আগাম জানান দিতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাড়ে দশটার দিকে আমি যখন মঞ্চটার ওপর, মোহান্তের শোভাযাত্রা এল তখন। জাদুকর মার্লিনও এসেছে তাঁর সঙ্গে। জনতা অপেক্ষমাণ।

মঞ্চটায় দাঁড়িয়ে আমি, পাম্পের কাছে উপস্থিত রয়েছে শিষ্যরা আমার, পানি ছাড়তে প্রস্তুত। আমি তাই মোহান্তকে উদ্দেশ্য করে বললাম: 'উপযুক্ত সময় এসেছে, ফাদার। অভিশাপ দূর করতে এখন নির্দেশ দিতে যাচ্ছি আমি।'

এবার গলা ছাড়লাম জনতার উদ্দেশে।

'তাকিয়ে থাকো, ভাই-বোনেরা, আর এক মিনিটের মধ্যেই জাদুর মায়া কেটে যাবে, আর গির্জার দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে পানি বেরোচ্ছে দেখতে পাবে।'

এবারে হাউইগুলো স্পর্শ করলাম আমি, এবং মধ্যাকাশে আগুনের ঝলমলে ফুলকির অলঙ্কার সাজিয়ে একটা ঝড়ো বিস্ফোরণ ঘটল।

হর্ষোৎফুল্ল জনতা চিৎকার করে উঠল আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে, কারণ ঝর্ণার পানি ততক্ষণে দুদ্দাড় ছুটছে।

মোহান্তের মুখে বাক্য সরছে না, আমাকে আলিঙ্গন করলেন তিনি। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষ তখন আঁজলা ভরে পানি নিয়ে চুম্বন করছে।

পথ ছেড়ে দিল জনতা আমি যখন গির্জার উদ্দেশে পা বাড়ালাম। পাম্পটার ব্যবহারবিধি শিখিয়ে পড়িয়ে দিলাম ক'জন সন্ন্যাসীকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাদের কাছে ওটাই এক বিশ্বের বিস্ময়। তাজ্জব বনে গেছে প্রত্যেকে, সবাই আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

খাসা একটা রাত ছিল বটে ওটা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

সতেরো

পবিত্র উপত্যকায় বিপুল সাফল্য জুটল আমাদের ভাগ্যে। আমি এমনকি ওদেরকে দিয়ে পুরানো স্নানাগারটা পর্যন্ত খুলিয়ে ছাড়লাম। আরেকটা বিজয়!

মনস্থির করেছিলাম গ্রামের দিকে একাকী ঘুরতে যাব, স্যান্ডিকে রেখে যাব বিশ্রামের সুযোগ দিতে।

ইচ্ছে ছিল একজন স্বাধীন হালচাষীর ছদ্মবেশে গ্রামাঞ্চল চষে বেড়াব। এতে করে মুক্ত মানুষদের সর্বনিম্ন পর্যায়ের নাগরিকদের সঙ্গে থাকা-খাওয়ার একটা মওকা জুটবে; ওদের প্রাত্যহিক জীবন সম্বন্ধে জানা সহজ হবে আমার পক্ষে।

একদিন সকালে, ছদ্মবেশে দীর্ঘপথ হাঁটব বলে বেরিয়ে, একটা গুহা দেখতে পেয়ে উঁকি দিলাম ভেতরে। বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলাতে বেগ পেতে হলো আমাকে।

আঁধারের ওপাশ থেকে ছোট্ট একটা বেল টিক করে উঠতে শুনলাম, এবং সেটাকে অনুসরণ করল, 'হ্যালো, হ্যালো! আপনি কি

www.BanglaBook.org

ক্যামেলট থেকে বলছেন?'

বাহ্, কী দারুণ ব্যাপার! এই অলৌকিক উপত্যকায় প্রকৃত তেলেসমাতি তো এটাই—গুহা ব্যবহৃত হচ্ছে টেলিফোন অফিস হিসেবে।

টেলিফোন ক্লার্কটিকে চিনলাম, আমারই এক শিষ্য।

'রাতে তার বসানো হয়েছে,' আমার পরিচয় পেয়ে বলল ও। 'আর অফিসটা খোলা হয়েছে এই একটু আগে।'

ক্যামেলটে সংযোগ দিল ও আমার জন্যে, এবং ডেকে পাঠানো হলো ক্ল্যারেন্সকে। ভারি ভাল লাগল ওর কণ্ঠস্বর শুনে।

'নতুন কোন খবর আছে?' শুধালাম আমি।

'রাজা আর্থার ও রাণী পবিত্র উপত্যকার উদ্দেশে রওনা দিলেন বলে। ঝর্ণার পানির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন আবার পানি পান করে পাপমুক্তও হবেন,' জবাব ছিল ওর।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

আঠারো

রাজা-রাণী এসে পৌঁছতে, রাজাকে মনের কথা খুলে বললাম আমি।

'ছদ্মবেশে সাধারণ মানুষের সাথে মিশতে চাইছি আমি,' জানালাম। 'এতে ওদের জীবনধারা সম্পর্কে অনেক কিছু আপনাআপনি জানা হয়ে যাবে আমার।'

আমার মহা পরিকল্পনার কথা শুনে রাজা নিজেও নেচে উঠলেন, যেতে চাইলেন আমার সঙ্গে।

'রাণী সাহেবাকে বলবেন না?' জিজ্ঞেস করলাম।

অমনি বিমর্ষ হয়ে পড়লেন রাজা।

'তুমি ভুলে গেছ লন্সেলট এখন এখানে,' বললেন ম্লান মুখে। 'ও আশপাশে থাকলে গুয়েনেভার আমার দিকে ফিরেও চায় না।'

কথাটা নির্মম সত্যি, এবং সবারই জানা।

পরে, রাজাকে আমার ব্যক্তিগত কোয়ার্টারে নিয়ে গেলাম চুল কেটে দেয়ার জন্যে। সাধারণ মানুষের উপযোগী যেসব পোশাক পরতে হবে তাঁকে সে সম্বন্ধেও একটা ধারণা দিলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভোরে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে সটকে পড়লাম দু'জনে। পানির খোঁজ করতে পরে এক সময় যাত্রাবিরতি নিলাম। এ সময় জনাকয় অভিজাত ব্যক্তিকে এদিকেই আসতে দেখে আমি ছুটে পালিয়ে এলাম।

'মাফ করবেন, মহামান্য রাজা, এক লাফে উঠে পড়ুন! কারা যেন এদিকে আসছেন। দেখে অভিজাত গোত্রের মনে হলো।'

'তো কি হলো?' রাজা গোটা পরিকল্পনা বিস্মৃত হয়ে বলে উঠলেন। 'আসুক না।'

'কিন্তু, মহামান্য প্রভু, আপনাকে এখানে কারও বসে থাকতে দেখা চলবে না। উঠে পড়ুন—তবে দয়া করে ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়াবেন না। জানেনই তো, আপনি এখন একজন চাষা,' মনে করিয়ে দিলাম।

'ঠিক,' বললেন তিনি, 'ভুলেই গেছিলাম।'

'একটু বিনীত আচরণ করবেন, মাননীয় রাজা,' হিসিয়ে উঠলাম। 'মাথা নোয়ান—হ্যাঁ, আরেকটু—একদম নত করে ফেলুন!'

সাধ্যমত করলেন রাজা, কিন্তু চাইলেই কি আর তিনি একদিনে সাধারণ মানুষের কাতারে নেমে আসতে পারেন? অহঙ্কারী ভঙ্গি ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। ভাবখানা এমন, আমার চেয়ে বড় আর কে আছে রে? কাঁটা হয়ে রইলাম আমি অভিজাত ব্যক্তিবর্গ পার না হওয়া অবধি।

দ্বিতীয় দিনে রাজা করলেন কি আঙরাখার ভেতর থেকে টান মেরে একটা ছোরা বের করে আনলেন।

www.BanglaBook.org

'ও কি, মহামান্য রাজা!' আমি তো হতভম্ব।

'আত্মরক্ষার জন্যে লাগতে পারে ভেবে নিয়ে এসেছি,' বললেন তিনি।

'কিন্তু আমাদের মত লোকেদের তো অস্ত্র বহন করা নিষিদ্ধ,' ব্যাখ্যা করলাম আমি। 'ছোরাসুদ্ধ কোন লর্ডের হাতে ধরা পড়লে কি জবাব দেবেন?'

রাজা অগত্যা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ওটা।

প্রতিদিনই পথে দেখা হয় বিভিন্ন নাইটের সঙ্গে, এবং রাজা তাঁদের দেখামাত্র উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন।

রাজা তাঁর পারিপার্শ্বিকতা বেমালুম ভুলে যান বলে তাঁকে প্রায়ই রাস্তা থেকে সরিয়ে রাখতে হয়। তাতে রক্ষে এটুকু, গর্বিত চাহনি হানা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না তাঁর।

তৃতীয় দিন, পায়ের আঙুলে চোট পেয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম আমি। একটু পরে আলতো পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে পিঠের থলের বাঁধন খুললাম। থলের ভেতর ডিনামাইট বোমা রেখেছি একটা, পশমী কাপড়ে মুড়ে। জিনিসটা সঙ্গে থাকলে বুকে বল পাই, কিন্তু আবার অস্বস্তিও বোধ করি তেমনি।

ওটা যেই বের করেছি অমনি জন্মা দুই নাইট এসে হাজির। শির উন্নত করে তখন দাঁড়িয়ে আছেন রাজা আর্থার। ছদ্মবেশের কথা আবারও ভুলে গেলেন তিনি।

রাজার দিকে একবারও ফিরে চাইলেন না নাইট দু'জন। একজন গ্রাম্য চাষার দিকে চাইবেনই বা কেন নাইটরা?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাজা কিন্তু অবহেলিত হয়ে রেগে কাঁই। অপমানজনক কথাবার্তা বলে চিৎকার করে চ্যালেঞ্জ জানালেন।

ভাল মুসিবত!

নাইটরা তখন বেশ কিছু দূর চলে গেছেন, কিন্তু থমকে পড়লেন তাঁরা, বিস্ময়ে হতবাক। এবার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে তেড়ে আসতে লাগলেন আমাদের উদ্দেশে।

কালবিলম্ব না করে রাস্তার ধারের মস্ত পাথরটায় হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে পড়লাম আমি। তার আগে অবশ্য নাইটদের উদ্দেশে চরম অপমানজনক কিছু কথাবার্তা বলতে ভুল করিনি।

ওঁরা পনেরো গজের মধ্যে চলে এলে বোমাটা নিক্ষেপ করলাম আমি, ঘোড়া দুটোর নাকের ডগায় মাটিতে পড়ে ওটা বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল সব কটা প্রাণী।

হ্যাঁ, খাঁটি জিনিস এটা। মিসিসিপিতে একটা স্টীমবোট-বিস্ফোরণ দেখেছিলাম, তার সঙ্গে মিল পাওয়া গেল বোমাটার।

হতবিহ্বল রাজাকে বোঝালাম, খুবই দুর্লভ এক অলৌকিক ঘটনা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর। আবহাওয়ার একটু উনিশ-বিশ হলে এ জাতীয় কেরামতি দেখানো সম্ভব হয় না।

রাজা যদি আরেকটা বোমা ফাটাতে জেদ ধরেন তাই এই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিলাম আরকি। আমার সঙ্গে এমুহূর্তে আর কোন ডিনামাইট নেই কিনা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উনিশ

অভিযানের চতুর্থ দিন। সকাল। রাজাকে আরও তালিম দিতে হবে বুঝতে পারছি। নইলে কোন কুঁড়েঘরে আমাদের ঢুকতে হবে না।

রাজাকে দেখিয়ে দিলাম চিবুক নুইয়ে, মাটিতে চোখ রেখে কিভাবে হাঁটতে হবে। তাঁকে থলেটা গছিয়ে দিলাম, কিন্তু আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হলো না। পিঠে থলে বহন করলে মানুষের দু'কাঁধ স্বভাবতই যেমন ঝুঁকে পড়ে তাঁর তেমনটা দেখলাম না।

রাজার একটা পরীক্ষা নেব ঠিক করলাম। একটা কুটিরের দিকে এগোলাম আমরা, কিন্তু কোন জনপ্রাণীর চিহ্ন লক্ষ করা গেল না ওখানে। বড় অশুভ লাগল আমাদের কাছে এই নির্জীব নিথরতা, কবরের নিস্তব্ধতা যেন বিরাজ করছে জনশূন্য জায়গাটাকে ঘিরে।

দরজায় টোকা দিলেন রাজা। কোন সাড়া নেই। এবার দরজাটা ঠেলে ভেতরে উঁকি মেরে দেখলাম আমি। মাটিতে কে যেন পড়ে রয়েছে অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ল।

'একটু দয়া করো। কিচ্ছু নেই, সব নিয়ে গেছে।' করুণ আর্তি

www.BanglaBook.org

ফুটল এক মহিলার কণ্ঠে।

'আমি এখানে কিছু নিতে আসিনি,' বললাম আমি। 'আমি একজন মুসাফির।'

'ওহ্, তাহলে খোদার ভয় থাকলে এক্ষুণি পালাও। এবাড়িটার ওপর গির্জার অভিশাপ পড়েছে। শিগ্গির পালাও, কেউ দেখে ফেললে নালিশ করে দেবে।'

রাজা ইতোমধ্যে ঘরে প্রবেশ করে, জানালার খড়খড়ি তুলে দিয়েছেন আলো-বাতাস খেলার জন্যে। মহিলার মুখে যেই আলো পড়েছে দেখি—গুটি বসন্ত!

এক লাফে রাজার কাছে গিয়ে কানে কানে বললাম, 'শিগ্গির চলুন, হুজুর, এই মহিলাকে বসন্তে পেয়েছে।'

রাজা যেমনকে তেমন দাঁড়িয়ে রইলেন, এক চুল নড়লেন না।

'আমি যাব না,' ঘোষণা করলেন তিনি। একেই বলে রাজরাজড়ার খেয়ালীপনা। জো, হুকুম। সিদ্ধান্ত যখন নিয়েছেন এ থেকে তাঁকে টলানো যাবে না।

অসুস্থ মহিলাটিকে খাবার ও পানি দিতে চাইলাম, কিন্তু নেবে না সে।

'ফেয়ার স্যার,' বলল সে অতিকষ্টে, 'আমার স্বামী আর মেয়েরা ওপারে চলে গেছে। আমিও শিগ্গিরি মিলিত হচ্ছি তাদের সাথে। আমার ও মরণের মাঝে কাউকে আসতে দেব না আমি।'

আমার অনুরোধে, তাদের গোটা পরিবারের এ বেহাল দশা কিভাবে হলো, বলতে রাজি হলো মহিলা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'অনেক বছর আগে এখানকার জমিদার আমাদের খামারে কিছু ফলের গাছ লাগান। ইজারা নিয়েছিলাম আমরা খামারটা, কাজেই যা খুশি তাই করতে পারতেন তিনি। কিছুদিন আগে, তিনটে গাছ কাটা অবস্থায় পাওয়া গেল। কথাটা জমিদারকে জানাতে ছুটে গেল আমাদের জোয়ান জোয়ান তিনটে ছেলে। এখন তাঁর কারাগারে পড়ে আছে বাছারা আমার। ওদের অবর্তমানে নিজেদের শস্য গোলায় তুলতে পারলাম না আমরা, জমিদার সাহেবেরটাও না।

'এজন্যে জরিমানা গুনতে হলো আমাদের। বিপদ আরও বাড়ল আমি অভিমানবশত গির্জাকে অভিশাপ দিতে। সেদিন থেকে একঘরে করা হয়েছে আমাদেরকে। এরমধ্যে সবাই আমরা অসুখে পড়লাম। কেউ এগিয়ে এল না আমাদের সাহায্য করতে।

'গতকাল থেকে শরীর আরও খারাপ হয়ে গেছে আমার, এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে একাকী মৃত্যুর অপেক্ষা করছি।'

মাঝরাতের দিকে সব শেষ হয়ে গেল। ছেঁড়া কাঁথায় মহিলার লাশ মুড়ে, ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বেশিদূর যাইনি, কানে এল পায়ের আওয়াজ, তারপর দরজায় মৃদু টোকার শব্দ।

'মা, বাবা, আমরা ছাড়া পেয়েছি। দরজা খোলো—মা, বাবা—'

ছেলেরা ফিরেছে। ওরা দরজা খোলার পর কি ঘটবে ভাবতে চাইলাম না দু'জনের কেউই, তাই ওদের শ্রবণসীমার আড়াল হতে না হতেই ছুট লাগালাম ঊর্ধ্বশ্বাসে।

একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আসতে কি যেন একটা দৃষ্টি কেড়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিল আমাদের—দূরে লাল একটা আভা।

'আগুন লেগেছে,' বললাম আমি। কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। গনগনে দীপ্তিটার উদ্দেশে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে দূরাগত বিড়বিড়ানিটার অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম। বেড়ে উঠে তারপর ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে গেল ওটা।

আগুনের দিকে অগ্রসর হতে, বিড়বিড়ানিটা রূপ পেল গর্জনে—একাধিক পুরুষকণ্ঠের সগর্জন চিৎকার-চেঁচামেচি।

খিঁচে দৌড়তে দেখলাম এক লোককে, এবং অন্যরা ধাওয়া করছে তাকে। বারে বারে ঘটল একই ধরনের ঘটনা।

রাস্তার মোড় ঘুরতে আগুনটা দৃষ্টিসীমায় এল। প্রকাণ্ড এক জমিদার বাড়ি, যদিও যৎসামান্যই এখন অবশিষ্ট আছে তার।

আগুনের আলোয় দেখা গেল উন্মত্ত জনতা তাড়া করে করে ধরছে নারী-পুরুষদের। অনেকগুলো দেহ ঝুলতে দেখলাম গাছ থেকে।

জায়গাটা নিরাপদ নয়, সাবধান করলাম রাজাকে, এবং তাই মানে মানে আত্মগোপন করা গেল। ভোরের দিকে শশব্যস্তে সরে পড়লাম আমরা।

এক কাঠকয়লা প্রস্তুতকারী লোকের কুটিরে পৌঁছে আশ্রয় চাইতে, পেলাম আমরা। শেষ বিকেল পর্যন্ত সেঁটে ঘুম মেরে, তারপর সুপ ও কালো পাঁউরুটি গলাধঃকরণ করতে যোগ দিলাম পরিবারটির সঙ্গে। পরিবার বলতে কাঠকয়লা প্রস্তুতকারী ও তার স্ত্রী।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জ্বলন্ত জমিদার বাড়িটা সম্বন্ধে জানলাম আমরা ওদের মুখে। তিন বন্দী—ওই সেই তিন ভাই—জেল থেকে পালিয়ে হত্যা করেছে ব্যারনকে। জমিদারের কর্মচারীরা প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে জনতাকে। গতকাল পলাতক বন্দীদের দেখা পেয়েছিলাম আমরা একথা জানাতে অস্বস্তির সঙ্গে উসখুস করতে লাগল স্বামী-স্ত্রী।

লোকটিকে হাত ধরে বাইরে এনে বললাম আমি, 'ওই ছেলেগুলো তোমাদের আত্মীয় হয়, ঠিক না?'

মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল লোকটার মুখের চেহারা, কাঁপ উঠে গেছে শরীরে।

'ওহ্, খোদা, কিভাবে জানলেন আপনি? আহা বেচারারা। খুব ভাল ছিল ছেলেগুলো।'

'ওরা ন্যায্য কাজই করেছে,' বললাম আমি। 'উচিত সাজা পেয়েছে বুড়ো জমিদার। আমার ক্ষমতা থাকলে ওর মতন আরগুলোকেও একই শাস্তি দিতাম।'

অবিশ্বাস ভরা চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে লোকটা।

'আপনি কোথা থেকে এসেছেন যে নির্ভয়ে এসব কথা বলছেন?' সতর্ক ওর কণ্ঠস্বর। কিন্তু আচমকা চঞ্চল হয়ে উঠল ও। 'আপনি যদি গুপ্তচরও হয়ে থাকেন আর আমার কথাগুলো যদি আমার সর্বনাশও ডেকে আনে, তবু ভয় পাই না আমি। যা ন্যায্য মনে করি তাই বলব আমি। হ্যাঁ, আমার প্রতিবেশীদের ফাঁসি দিতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিজেও সাহায্য করেছি আমি, তা নাহলে বিপদের ভয় ছিল। অন্যরাও একই কারণে একাজে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু অন্তরে সবাই খুশি বদ লোকটা মারা যাওয়াতে। কথাগুলো বলতে পেরে হালকা বোধ করছি আমি।'

মানুষের মধ্যে চেতনার এরকম দীপশিখা জ্বলতে থাকলে প্রজাতন্ত্রের স্বপ্ন মোটেই অবাস্তব কিছু নয়। আর এটাই তো আমার সবচেয়ে বড় চাওয়া।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

বিশ

আমাদের আশ্রয়দাতার নাম মার্কো।

'তোমাদের গ্রামটা একটু ঘুরিয়ে দেখাবে?' প্রশ্ন করলাম মার্কোকে।

ও রাজি হলে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। রাজা রইলেন কুটিরে। অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ-সালাপ হলো আমাদের এবং তাদেরকে নানা ধরনের প্রশ্ন করলাম আমি।

দেখে খুশি হলাম, আমার নয়া অর্থ ব্যবস্থার বেশ প্রসার ঘটেছে। অনেকেই এখন মুদ্রা ব্যবহার করতে শুরু করেছে।

বেশ কিছু ব্যবসায়ীর সঙ্গে পরিচয় হলো। এদের মধ্যে সবচাইতে আকর্ষণীয় চরিত্র মনে হলো ডাউলিকে। পেশায় কামার সে। ভাল পসার জমিয়েছে লোকটা, এবং সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিও বটে। তাকে বন্ধু হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে পেরে গর্বে বুক ফুলে উঠল মার্কোর।

সমরাস্ত্র কারখানায় আমার অধীনস্থ দক্ষ লোকগুলোর কথা মনে

www.BanglaBook.org

পড়ে গেল ডাউলিকে দেখে।

'এই রোববারে মার্কোর ওখানে আসুন না,' আমন্ত্রণ জানালাম আমি। 'একসাথে ডিনার করা যাবে।'

মার্কো কথাটা শুনে এই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে এই আবার নিভে গেল দপ করে।

আমি রাজমিস্ত্রি ও চাকাওয়ালা গাড়ি নির্মাতাকেও দাওয়াত করাতে মড়ার মত রক্তশূন্য হয়ে গেল বেচারা।

বুঝতে পারলাম কারণটা। খরচের ভয়ে কাবু হয়ে পড়েছে ও।

'বন্ধুদের বাসায় ডাকতে তোমার অনুমতি চাইছি,' বললাম আমি, 'আর আগেই বলে রাখি সমস্ত খরচ-খরচা কিন্তু আমার।'

ও বাধা দিতে চাইলে গায়ে মাখলাম না আমি।

'ব্যাপারটা বরং খোলসা করে বলি। জোনসের খামার দেখাশোনা করি আমি—জোনস মানে আমার সঙ্গে যে লোকটা এসেছে আর কি—এবং পয়সার কোন অভাব নেই আমার। এমনি বারোটা ভোজের আয়োজন করলেও গায়ে লাগবে না।' আঙুল ফুটালাম আমি। 'কাজেই খরচাপাতি যা লাগে আমিই দেব। আমাকে আর জোনসকে মেহমান করে এমনিতেই অনেক উদারতার পরিচয় দিয়েছ তুমি।'

গ্রামটায় ঘুরে বেড়িয়ে এটা-সেটার দাম যাচাই করলাম আর এর-তার সাথে গল্পগুজব করলাম। একটা দোকান পাওয়া গেল যেখানে আমি যা যা চাই সবই আছে।

'তুমি চলে যাও,' বললাম মার্কোকে। 'আমি কিছু কেনাকাটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেরে আসছি।' ওদেরকে আসলে তাক লাগিয়ে দিতে চাই আমি।

একগাদা জিনিসপত্রের নাম লিখে দোকানিকে দিলাম।

'অনেক টাকা আসবে কিন্তু,' মন্তব্য করল লোকটা।

'ঘাবড়াও মাত,' ভরসা দিলাম। 'রবিবার ডিনারের সময় বিলটা পাঠিয়ে দিলেই চলবে।' ঠিকানা দিয়ে দিলাম মার্কোর বাড়ির।

শনিবার বিকেলে মাল-পত্তর এসে পৌঁছলে মার্কো দম্পতি মূর্ছা যায় আরকি।

ডিনারের জন্যে খাবার-দাবার তো রয়েছেই, সঙ্গে আছে একখানা ডিনার টেবিল, দু'পাউন্ড লবণ, বাসন-কোসন, টুল ও আরও অনেক কিছু।

'মুখে একদম তালা মেরে দাও, মেহমানরা যেন কিছু জানতে না পারে,' বললাম স্বামী-স্ত্রীকে। 'ওদেরকে একটু তাজ্জব করে দিতে চাই আমি।'

লোক দেখানো আমার একটা সর্বনেশে বদ স্বভাব, এবং তার কুফল আমাকে পরে হাড়ে হাড়ে টের পেতে হয়েছিল।

রবিবারের চমৎকার আবহাওয়া মনটাকে খোশ করে দিল। দুপুর নাগাদ পৌঁছে গেল অতিথিরা, এবং আমরা জানি-দোস্তের মতন গল্পে মশগুল হলাম। মহামান্য রাজা স্বয়ং বন্ধুভাবাপন্ন আচরণ করছেন, জোনস নামটার সঙ্গে যদিও খাপ খাইয়ে নিতে বেশ সমস্যা হচ্ছে তাঁর।

'আপনি, হুজুর, ভুলে যাবেন না কিন্তু, আপনি যে একজন কৃষক,' পইপই করে শিখিয়ে দিয়েছি তাঁকে আগেই। 'বেফাঁস কিছু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলে বসবেন না যেন, ধরা পড়ে যাবেন।'

ডাউলি লোকটা বেশ বলিয়ে কইয়ে আছে। জীবন শুরু করেছিল সে শূন্য থেকে, শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল এক কামারের। কামার লোকটা ধনী তো ছিলই তার কলিজাটাও ছিল এত্তবড়। ডাউলি তারই মেয়েকে বিয়ে করে শ্বশুরের ব্যবসার হাল ধরেছে।

ডাউলি বড়াই করে বলল মাসে দু'বার তাজা মাংস ও সাদা পাঁউরুটি খায় সে, বছরের প্রতিটি রোববারে খায় খাঁটি গমের তৈরি পাঁউরুটি। ওদের বাড়িতে টুল আছে পাঁচটা, পরিবারের সদস্য যদিওবা মাত্র তিনজন। আরও আছে গবলিট ও কাঠের বড় থালা। এসব বয়ান করে রাজার ও আমার দিকে অহঙ্কারী দৃষ্টি মেলে চাইল ও।

'বোঝো এখন, আমি কোন্ জাতের মানুষ,' কান পর্যন্ত হেসে বলল ও।

মার্কোর স্ত্রী নতুন টেবিলটা পাতলে রীতিমত আলোড়ন উঠে গেল সবার মাঝে। এবার দুটো নয়া টুল আমদানী করা হলো। অস্ফুট বিস্ময়ধ্বনি বেরিয়ে এল অতিথিদের মুখ দিয়ে। দু'বারে দুটো করে আরও চারটে টুল নিয়ে এল সে।

অতিথিদের বিস্ময় আকাশ স্পর্শ করল এবারে। একে একে ডিশ, গবলিট, বীয়ার, মাছ, মুরগি, আস্ত একটা হাঁস, ডিম, গরুর রোস্ট, খাসির রোস্ট, হ্যাম এবং গাদা গাদা টাটকা সাদা পাঁউরুটি আসতে থাকায় 'ওহ' 'আহ' জাতীয় শব্দ বেরোতে লাগল মেহমানদের গলা দিয়ে। এহেন রাজকীয় খানাপিনা জিন্দেগীতেও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোখে দেখেনি তারা।

খেতে বসলে পর, দোকানদারের ছেলে এল বিল্ নিয়ে। 'আইটেমগুলো পড়ে শোনাও তো, বাছা,' বললাম আমি।

ওর পড়া শেষ হলে ভয়াবহ নীরবতা নেমে এল ঘরের মধ্যে।

'মোট কত হলো বলো,' হালকা চালে বললাম আমি, টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিলাম চার ডলার। অতিথিরা নিজেদের হাঁ করা মুখ যদি দেখতে পেত!

'ভাঙতিগুলো তোমার,' রাজকীয় চালে বললাম আমি।

বিভ্রান্তির বিড়বিড়ানি শব্দ উঠল।

'এ লোক সত্যিই একটা টাকার আণ্ডিল। ধুলো ওড়ানোর মত করে কিভাবে টাকা ওড়াচ্ছে দেখো।'

ছোকরা পয়সার পাহাড় বুঝে নিয়ে কোনমতে ধুঁকতে ধুঁকতে বিদায় নিল।

আমি এবার অন্যদের দিকে ফিরে শান্ত স্বরে বললাম, 'হ্যাঁ, তো বন্ধুরা, ডিনার রেডি আছে। আমরা রেডি তো?'

যা আশা করেছিলাম ঠিক তাই-ই ঘটল। কামার লোকটার দর্প চূর্ণ হয়ে গেছে মুহূর্তে।

লোকটা এতক্ষণ গ্যাঁট মেরে বসে হামবড়াই করছিল। কেন? না, সে তাজা মাংস আর সাদা রুটি খায়, যার খরচ বছরে বড়জোর ষাট সেন্ট। ওদিকে আমি পাক্কা চার ডলার ফুঁকে দিলাম এক বেলার খাওয়ার পেছনে, তায় আবার ভঙ্গি দেখালাম এত ছোট অঙ্কের টাকা ঘাঁটাঘাঁটি করতে আমার মন ওঠে না। হ্যাঁ, ডাউলি-বাবাজীকে খুব একচোট নেয়া গেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভঙ্গি-শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে পড়ল ডাউলি আমার অর্থ বিত্তের সামান্য পরিচয় পেয়ে। এরপর জম্পেশ একটা ডিনার সারলাম আমরা।

রাজা আপাতত বিদায় নিয়ে একটু গড়াগড়ি করতে গেলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের, চাকরি-বাকরির দিকে চলে গেল আমাদের গাল-গল্প।

এ অঞ্চলে বেতন বেঁধে দিয়েছে এরা। ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা আদালত শ্রমিকদের বেতন ধার্য করে দেয়—তার এক পয়সা কম কিংবা বেশি দেয়ার জো নেই।

সত্যি বলতে কি, কোন সদাশয় মালিক শ্রমিকদের প্রাপ্যের চাইতে বেশি দিলেও তাতে আইনের লঙ্ঘন হয়ে যায়। কাজেই ডাউলি যখন বলল প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার সময় কখনও সখনও সে শ্রমিকদের বাড়তি পয়সা দিয়েছে, তখন সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইলাম না। আর আমার দোষটাই হলো, একবার কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত নিলে মাঝপথে থামতে পারি না।

'বন্ধুরা, ভবিষ্যতে কি হতে যাচ্ছে এখনই বলে দিতে পারি আমি,' চালবাজি করলাম।

'পারো?' সমস্বরে বলে উঠল ওরা।

'হ্যাঁ, ভবিষ্যতে এমন এক সময় আসবে মানুষ যখন নিজের ইচ্ছেয় যে কোন জায়গায়, যতক্ষণ খুশি কাজ করবে। তার ওপর খবরদারি করার কেউ থাকবে না। আলতু ফালতু যত আইন আছে তার একটাও টিকবে না, সব বদলে যাবে।'

'আইন পাল্টে যাবে?' আওড়াল লোকগুলো। 'ওহ্, না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'জ্বী হ্যাঁ,' বললাম দৃঢ় কণ্ঠে। 'এই যেমন ধরো, তোমাদের শ্রম আইনটা অন্যায্য মনে হচ্ছে আমার কাছে। ম্যাজিস্ট্রেট পারিশ্রমিক ধরে দিয়েছে দিনে এক সেন্ট। আইনে বলে এর বেশি যে দেবে তাকে জরিমানা তো করা হবেই উপরন্তু কাঠের শাস্তিস্তম্ভে হাত আর মাথা ঢুকিয়ে আটকেও রাখা হবে। এবং সব জেনেও যে চুপ করে থাকবে তার জন্যেও একই শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। তো, ডাউলি ভায়া, একটু আগে তুমি নিজেই স্বীকার করেছ কাজের চাপ পড়লে শ্রমিকদের বাড়তি পয়সা দাও তুমি!' পেয়েছি ব্যাটাকে!

থম মেরে গেছে সবাই। বাক্য সরছে না কারও মুখে। বুঝতে পারলাম বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। আমি, একজন আগন্তুক, এদের সব কটাকে শাস্তিস্তম্ভে পাঠানোর ক্ষমতা রাখি। ভয়ে কাঁপাকাঁপি অবস্থা ওদের। কাকুতি-মিনতি যে করবে সে সাহসও খুইয়ে বসেছে লোকগুলো।

বিচলিত বোধ করতে লাগলাম আমি। এদেরকে এখন আবার সহজ করার দায়িত্ব আমার। সে মুহূর্তে আমাদের বন্ধুত্ব সরু সুতোর ওপর ঝুলছে।

ঠিক এমনি সময় ঘুম থেকে উঠে এসে আমাদের আড্ডায় যোগ দিলেন রাজা এবং যা নিষেধ করেছিলাম—অর্থাৎ ছদ্ম-বাস সম্পর্কে মুখ খুলতে—তাই করলেন তিনি।

ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দিল আমার সর্বাঙ্গে। তাঁর কানে কানে বলতে মন চাইল, 'আমরা মারাত্মক বিপদের মধ্যে আছি, হুজুর। এই লোকগুলোর আস্থা আমাদের আবার ফিরে পেতে হবে।'

www.BanglaBook.org

কিন্তু পারলাম না। হুজুরের সঙ্গে কানাকানি করলে এরা মনে করবে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছি।

অগত্যা, বসে বসে রাজার কথামৃত হজম করতে হলো। আর কী সব উল্টোপাল্টা কথা-বার্তাই না শুরু করলেন তিনি!

গাছে পিঁয়াজ জন্মালেন চাষীর ছদ্মবেশধারী রাজা, মাটি খুঁড়ে বের করলেন আপেল।

জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে একজন অতিথি বিড়বিড় করে আওড়াল, 'এ লোকটার সব কথাই ভুল! ওর স্মৃতিশক্তির ওপর খোদার গজব পড়েছে!'

সটান উঠে দাঁড়িয়ে রাজার উদ্দেশে তেড়ে এল এবার লোকগুলো।

'তুমি একটা পাগল আর তোমার দোস্ত বিশ্বাসঘাতক! মারো এদের! খুন করো!' গর্জন করছে তারা।

খুশিতে নেচে উঠল রাজার চোখজোড়া। তিনি তো এইই চান। হাপিত্যেশ করছিলেন তিনি এতদিন লড়াইয়ের অভাবে।

দুম করে এক ঘুসি ঝেড়ে দিলেন রাজা কামার ডাউন্ডিকে, চাকানির্মাতার চোয়ালও রক্ষা পেল না; ওদিকে রাজমিস্ত্রির দায়িত্ব বুঝে নিলাম আমি।

হঠাৎ খেয়াল হলো মার্কো ওখানে নেই। তারা স্বামী-স্ত্রী সাহায্যের আশায় বাইরে গেছে। কাজেই, রাজাকে বললাম সময় সুযোগ থাকতে পগার পার হওয়া প্রয়োজন, পরে সব ব্যাখ্যা দেয়া যাবে।

www.BanglaBook.org

একুশ

জঙ্গল লক্ষ্য করে আমরা তীরবেগে ছুটে পালাচ্ছি, চকিতে পেছনে চেয়ে দেখি এক দঙ্গল উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ চাষাকে নেতৃত্ব দিয়ে ধাওয়া করে আসছে মার্কো। অরণ্যের গভীরে পত্রপাঠ গা ঢাকা দিলাম আমরা।

ছোট একটা নদী দেখতে পেয়ে ঝাঁপ দিলাম। শীঘ্রিই পানি থেকে বেরিয়ে আসা প্রকাণ্ড এক ওকের ডাল নাগালে পেয়ে গেলাম। ডালটা বেয়ে উঠে গাছে, ডাল-পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম দু'জনে।

অল্প কিছুক্ষণ পরেই উন্মত্ত জনতার সম্মিলিত কণ্ঠস্বর কানে এল আমাদের। পায়ের ছাপ অনুসরণ করে ধাওয়া করেছে তারা, এগিয়ে আসছে নদীর দু'তীর ধরে। গাছের নিচ দিয়ে ওরা চলে গেলে ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে এল হৈচৈয়ের শব্দ।

'ওরা হন্যে হয়ে খোঁজাখুঁজি করবে,' বললেন রাজা। 'এখন নামা ঠিক হবে না।'

www.BanglaBook.org

রাজার কথাই সত্যি হলো। কোলাহল কাছিয়ে এল আবারও, ক্রমেই কমে আসছে আমাদের সঙ্গে ওদের দূরত্ব।

একটা কণ্ঠস্বর গাছের নিচ থেকে সহসা গমগম করে উঠল: 'একজনকে গাছে উঠিয়ে দেখলে হত।' সেরেছে!

এক চাষী কসরৎ করে গাছ বাইতে লাগলে কাঠ হয়ে বসে রইলাম আমরা। রাজা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে, তার মাথায় পা দিয়ে দিলেন এক ঠেলা। ধুপ্পুস করে পাকা ফলটির মতন গাছচ্যুত হলো লোকটা। জনতা ঘিরে ধরল ভূপাতিত দেহটাকে।

আরও দু'জনকে গাছে তুলে দিল ওরা, যথারীতি লাথি খেতে হলো বেচারাদের। রাজার লাথি খাওয়ার সৌভাগ্য হবে কস্মিন্‌কালেও কি ভাবতে পেরেছিল ওরা?

ধোঁয়ার গন্ধ নাকে না আসা পর্যন্ত বেশ একটা বিজয়ী বিজয়ী অনুভূতি হচ্ছিল আমাদের। কিন্তু ব্যাটারা গাছের নিচে আগুন জ্বেলেছে দেখে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল খুশির আমেজটুকু। ঘন ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে আসছে ওপরে। অবস্থা বেগতিক। আমাদের এখন নট নড়ন চড়ন নট কিচ্ছু দশা। কি আর করা, কাশতে কাশতে নিচে নেমে আসা গেল। যথেচ্ছ হাত-পা ছুঁড়ছি এমনি সময় জনাকয় অশ্বারোহী ঢুকে পড়ল জনতার মাঝে, এবং শোনা গেল একটা উচ্চকিত কণ্ঠস্বর:

'থামো—নইলে সব কটা মারা পড়বে!'

আহা, কানে মধু ঢালল যেন কথাগুলো! এক ভদ্রলোক উচ্চারণ করেছেন এই হুঁশিয়ারি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কি অপরাধ এদের?' তিনি বাঘা গলায় প্রশ্ন করতে পিছপা হলো উচ্ছৃঙ্খল জনতা।

'এরা পাগল, স্যার। এরা এসেছে—'

'চোপরাও,' বলে উঠলেন অশ্বারোহী ভদ্রলোক। 'কি আবোল তাবোল্ল বকছ নিজেরাও জানো না। এরা পাগল না।' এবার আমাদের উদ্দেশে বললেন, 'আপনারা কারা? পরিচয় দিন।'

'আমরা নিরীহ শান্তিকামী বিদেশী, স্যার,' বললাম আমি। 'বহু দূর দেশ থেকে এসেছি। আমরা পাগল তো নই-ই, হিংস্রও নই। কারও ক্ষতি করার উদ্দেশ্য আমাদের নেই।'

চাষাগুলোকে খেদিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক জেরা করতে লাগলেন আমাদের। কিন্তু গোমর ফাঁস করলাম না, শুধু জানালাম আমরা দূর দেশ থেকে এখানে সফর করতে এসেছি—সাধারণ মুসাফির।

এবার ঘোড়ায় চাপতে বলা হলো আমাদের এবং সদলে পৌছলাম আমরা রাস্তার ধারে একটা সরাইখানায়।

ভোরে, রওনা দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হলাম আমরা। সেই পরোপকারী লর্ডের প্রধান পরিচারক এসময় এগিয়ে এসে বলল, 'আমার মনিব আদেশ করেছেন আপনাদেরকে ক্যামেলেট শহরে পৌছে দিতে। ওখানে আর কোন ভয় নেই আপনাদের।'

রাজি না হয়ে উপায় কি। দিনের প্রথম ভাগে ঘোড়ায় চেপে বাজারে এসে পৌছনো গেল।

একদল হতভাগ্য ক্রীতদাসকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে জনতা দেখতে পেলাম আমরা। সমবেদনার চোখে অভাগা লোকগুলোর

www.BanglaBook.org

দিকে চেয়ে রয়েছি—এসময় হঠাৎ টিক!

রাজাকে ও আমাকে একসঙ্গে হাতকড়া পরিয়ে দেয়া হয়েছে। আমাদের সঙ্গীরা, অর্থাৎ লর্ডের ভৃত্যেরা, করেছে দুষ্কর্মটা। সেই দয়ালু (!) ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে থেকে এক দৃষ্টে দেখে গেলেন ব্যাপারটা। ক্ষুব্ধ রাজা ভয়ঙ্কর হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন।

'কার এত্তবড় সাহস আমাদের সাথে রং তামাশা করে?'

'এদেরকে বিক্রির জন্যে দাঁড় করাও,' তথাকথিত সেই ভদ্রলোক বললেন।

ক্রীতদাস! গরু-ছাগলের মতন হাটে বিক্রি করে দেয়া হবে আমাদের। কী অলক্ষুণে কথা! সোচ্চার কণ্ঠে নিজেদের মুক্ত মানুষ ঘোষণা করলাম আমরা।

জনতার ভেতর থেকে কে একজন কথা বলে উঠল।

'তাই যদি হও তবে সেটা প্রমাণ করো।'

গর্জে উঠলেন রাজা।

'তোমরা উন্মাদ! এই খচ্চরটাই উল্টো প্রমাণ করে ছাড়বে আমরা ক্রীতদাস।'

নেতা গোছের লোকটা শুধু এটুকু বলল, 'তোমাদের আমরা চিনি না। হতে পারো তোমরা মুক্তমানুষ, আবার ক্রীতদাসই যে নও তাই বা কে বলতে পারে। প্রমাণ দেখাতে হবে তোমাদের।'

'দেখুন, স্যার,' মুখ খুললাম আমি, 'পবিত্র উপত্যকায় যদি আমাদের একটা খবর পাঠানোর সুযোগ দেন—'

'আগডুম বাগডুম একটা কথা বললেই তো আর হবে না,' বলল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লোকটা। 'এটা সম্ভব নয়।'

কাজেই নিলামে বিক্রি হয়ে গেলাম আমরা। মস্ত শহরে, চালু কোন বাজারে সম্মানজনক দামে বিকোতে পারতাম। কিন্তু এটা একটা গণ্ডগ্রামের মতন, এবং যে দামে কেনা হলো আমাদের ভাবতেও লজ্জা করে।

দুঃখের কথা কি বলব, নিলামে ইংল্যান্ডের রাজার দাম উঠল মাত্র সাত ডলার, এবং আমার উঠল নয়।

তো, ক্রীতদাসদের শোভাযাত্রার শেষ মাথায় সামিল হতে হলো আমাদের, এবং দুপুর নাগাদ সবাই শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম দল বেঁধে।

রাস্তায় সব ধরনের মানুষ চোখে পড়ল আমাদের। কিন্তু তাদের কারও চেনার সাধ্য হলো না, ইংল্যান্ডের মহান রাজা ও তাঁর প্রধান মন্ত্রী ক্রীতদাস সেজে মিছিলের পেছন পেছন সুড়সুড় করে চলেছেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

বাইশ

ধ্যানমগ্ন হলেন রাজা। হবেনই তো। কিন্তু আকাশ থেকে আচমকা পাতালে পতিত হওয়া নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছেন না তিনি। তাঁর মাথাব্যথার একমাত্র কারণ বিকিকিনির হাটে তাঁর নিলাম দর!

সাত ডলারের বিনিময় মূল্যটা কাঁটার মতন খচখচ করছে তাঁর বুকে। মহামান্য রাজা অবিরাম গজর গজর করছেন দেখে শেষতক সান্ত্বনা দিলাম আমি।

'হুজুর, আপনার দাম ওঠা উচিত ছিল অন্তত পঁচিশ ডলার।'

কিন্তু মনে মনে ভাল করেই জানি, দুনিয়ার কোন রাজা-বাদশাকেই কেউ এর অর্ধেক দামেও কিনতে চাইবে না। কোন কালে, কোন যুগে পঁচিশ ডলারের যুগ্যি কোন রাজ-রাজড়া জন্মেছেন কিনা জানা নেই আমার।

স্লেভ ড্রাইভার (ক্রীতদাসদের খাটানোর জন্যে নিযুক্ত কর্মচারী) লোকটা শীঘ্রিই বুঝে নিল কেতাদুরস্ত ভাব-ভঙ্গির কারণে কেউই কিনতে রাজি হবে না রাজাকে। এরকম উদ্ধত, বেয়াড়া কিসিমের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্রীতদাস কোন্ মনিব চায়!

তাকে বলতে পারতাম বহু কষ্টে রাজাকে কৃষকের উপযুক্ত রীতি-নীতি, আচার-আচরণ খানিকটা শেখানো গেছে। কিন্তু তাই বলে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলাম আর ক্রীতদাসের তালিম দেয়া হয়ে গেল? উঁহুঁ, সে বড় সোজা কাজ নয়।

রাজাকে চাবুক ও গদা মারতে মারতে বেহাল দশা করে ছাড়ল লোকটা, কিন্তু রাজা দমবার পাত্র নন। তিনি ভাঙবেন কিন্তু মচকাবেন না।

অতি কঠোর, নিষ্ঠুর সেই স্লেভ ড্রাইভারকেও শেষমেষ হাল ছেড়ে দিতে হলো। অদ্ভুত এই ক্রীতদাসটির মধ্যে এমন এক দুর্জ্ঞেয় পৌরুষ রয়েছে যাকে পরাজিত করা তার দ্বারা সম্ভব নয়।

ভবঘুরের মতন এদিক ওদিক হাঁটতে হাঁটতে ব্যথা হয়ে গেল পা। প্রতিটি মুহূর্ত মুক্তির অন্বেষণে থাকলাম আমি, কিন্তু তাই বলে বেপরোয়া কোন ঝুঁকি নিতে গেলাম না। কিন্তু সুযোগ নিতে তখনই মনস্থির করলাম রাজা যখন বললেন, 'একবার ছাড়া পেয়ে নিই, তারপর দেখে নেব ক্রীতদাস প্রথা কিভাবে থাকে।' উৎসাহিত হয়ে উঠলাম আমি দূর হবে এই জঘন্য প্রথা।

একটা ফন্দি আঁটলাম। এজন্যে সময় ও ধৈর্য প্রয়োজন, কিন্তু এটা মোক্ষম ফল দেবে।

আমার মতলবখানা হচ্ছে, কোন এক রাতে মওকা বুঝে বাঁধনমুক্ত হয়ে, রাজাকেও মুক্তি দেব। তারপর আমাদের মনিব, ওই স্লেভ ড্রাইভারটাকে কষে মুখ-হাত-পা বেঁধে, তার সঙ্গে পরনের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাপড় পাল্টাপাল্টি করে, ক্রীতদাস বাঁধার শিকল দিয়ে তাকে আটকে, সোজা ফিরে যাব ক্যামেলটে।

বুদ্ধিটা কাজে বাস্তবায়িত করতে দরকার এক টুকরো পাতলা লোহা। ওটাকে চাবির আকৃতি দিতে হবে। তারপর হাতকড়ার তালা খোলা কোন ব্যাপারই না।

অবশেষে সুযোগ একটা জুটে গেল কপালে। এক ভদ্রলোক আগে দু'বার এসেছিলেন আমাকে যাচাই করার জন্যে। তাঁর চাকর হওয়ার কোন খায়েশ আমার নেই, কিন্তু তাঁর একটা জিনিস বড্ড মনে ধরেছিল আমার। ইস্পাতের লম্বা একটা কাঁটা, শরীরের বাইরের দিকের পোশাকগুলো আটকে রাখার জন্যে ব্যবহার করেন তিনি।

এরকম কাঁটা মোট তিনটে, এবং তৃতীয়বার যখন এলেন ভদ্রলোক, বাগে পেয়ে হাত সাফাই করে দিলাম একখানা মহার্ঘ কাঁটা।

খুশির ভাবটুকু বড়ই ক্ষণস্থায়ী হলো। দেখি মনিবের সঙ্গে ভদ্রলোক আমার ও রাজার দাম দরাদরি করছেন।

'কাল আসছি আমি,' বলে চলে গেলেন তিনি।

তারমানে, আজ রাতেই সটকাতে হবে।

রাজার কানে কানে বললাম: 'আজ রাতেই ছাড়া পাচ্ছি আমরা। চোরাই কাঁটাটা দিয়ে তালা খুলে শিকল খসিয়ে ফেলব। সাড়ে নটার দিকে ও যখন টহল দিতে আসবে তখন ব্যাটাকে পেড়ে ফেলতে হবে। তারপর আর চিন্তা নেই। ব্যাটাকে বেঁধে, ধোলাই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিয়ে রাতদুপুরে ভেগে পড়ব।'

সে রাতে, সহ ক্রীতদাসদের ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা। খুব সাবধানে কাজ শুরু করলাম আমি কোন সাড়া-শব্দ যাতে না হয়। শেষ পর্যন্ত সযত্নে নামিয়ে রাখা গেল শেষ শিকলটা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রাজার তালার দিকে হাত বাড়ালাম এবার।

কিন্তু কপাল খারাপ!

হাতে লণ্ঠন নিয়ে যম এসে পড়েছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলাম, লোকটা বাঁধন পরখ করতে আমার ওপর ঝোঁক দিলেই ঝাঁপিয়ে পড়ব।

কিন্তু আমার ছায়া মাড়াল না হতচ্ছাড়া। থমকে দাঁড়িয়ে, লণ্ঠনটা মাটিতে নামিয়ে রেখে, বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

'জলদি!' বলে উঠলেন রাজা। 'ওকে ফিরিয়ে আনো!'

উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলাম রাতের অন্ধকারে। কয়েক পা সামনে একটা ছায়ামূর্তি লক্ষ করে হামলে পড়লাম।

ধুন্ধুমার লড়াই বেধে গেল দু'জনের। উৎসাহী দর্শকেরও অভাব হলো না। লণ্ঠন এসে গেল বেশ কটা, নৈশ প্রহরীদের ওগুলো। গোলমাল কিসের দেখতে এসেছে তারা।

কাঁধের ওপর হাত পড়ল আমার, এবং দু'জনকেই হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো কারাগারের উদ্দেশে। এবার আর রক্ষে নেই! মনিব হতভাগা যখন দেখবে তার সঙ্গে মারামারি করছিলাম আমি তখন কি হবে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঠিক এ সময়, আমার দিকে মুখটা ফেরাল ও। হায় খোদা, মুখে আলো পড়তে দেখি, এ যে অন্য লোক!

জেলখানায় নির্ঘুম রাত কাটল আমার, সারারাত মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেল ক্রীতদাসদের কোয়ার্টারে কি ঘটল না ঘটল সে সব চিন্তা।

অবশেষে সকাল হলে, আদালতে হাজির করা হলো আমাকে। আমি যা ব্যাখ্যা দিলাম সেটা এরকম:

'আমি এক আর্লের ক্রীতদাস। অসুস্থ আর্ল শহরের বাইরে রয়েছেন। আমার ওপর আদেশ ছিল শহরের সেরা ডাক্তারকে খুঁজে বের করে সাথে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা আর পারলাম কই, এই উজবুক লোকটা আঁধারের মধ্যে আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে মারপিট লাগিয়ে দিল—'

'আমি না, হুজুর,' বাধা দিল লোকটা। 'আমার ঘাড়ে এই লোকই বরং চড়াও হয়েছিল।'

কিন্তু আদালত তার কথায় কর্ণপাত করল না। বরং আমার কাছে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করল। আমার এক রাতের বন্দীদশার কারণে মাননীয় আর্ল ক্ষতিগ্রস্ত হলেন কিনা এ ব্যাপারে তাদেরকে বেশ পেরেসান দেখলাম।

ছাড়া পেয়ে ছুটলাম ক্রীতদাস কোয়ার্টারের উদ্দেশে। ফাঁকা! কেউ নেই! না, একজনকে পাওয়া গেল—মাটিতে নিথর পড়ে আছে আমাদের মনিব। তার সর্বাঙ্গে মারধরের চিহ্ন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভয়াবহ এক যুদ্ধ হয়ে গেছে যেন এ জায়গায়, এমনি বিধ্বস্ত অবস্থা।

ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা পাওয়া গেল অন্যখানে।

'ষোলোজন ক্রীতদাস ছিল এখানে,' জানাল লোকটা। 'রাতে তারা মনিবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সবচাইতে দামী ক্রীতদাসটা কোন্ জাদুবলে জানি নিজের বাঁধন খুলে ফেলে। মালিক লোকটা এ ঘটনা জানার পর হামলা করে বাকিদের ওপর। কিন্তু অতজনের সঙ্গে কি আর একজন পারে? ওরা লোকটার ঘাড় মটকে দেয়, যতক্ষণ জান ছিল বেচারীর সবাই মিলে মেরেছে।'

'আহারে,' বললাম আমি, 'বিচারে কি রায় হবে তোমার ধারণা?'

'রায় হয়ে গেছে,' বলল লোকটা। 'চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জান কবচ হয়ে যাবে ওদের। তবে নিখোঁজ ক্রীতদাসটার জন্যে হয়তো অপেক্ষাও করা হতে পারে, তারপর ওটাকে সুদ্ধ সবকটাকে ফাঁসিতে লটকে দেবে। চারদিকে তল্লাশী চালাচ্ছে ওরা, রাতের আগেই হয়তো ধরে ফেলবে।'

নিখোঁজ ক্রীতদাস! ভয়ের একটা হিম-স্রোত নেমে গেল আমার মেরুদণ্ড বেয়ে।

ছদ্মবেশ ধারণ করতে হবে আমাকে। পুরানো কাপড়ের প্রথম দোকানটাতেই নাবিকের একটা লাগসই পোশাক পেয়ে কিনে ফেললাম। মুখের জখমগুলো ঢাকার জন্যে আচ্ছামতন ব্যান্ডেজ বেঁধে নিলাম।

কাজটা সারা হলে পর টেলিগ্রাফের তার দেখতে পেয়ে ওটাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনুসরণ করে টেলিগ্রাফ অফিসে এসে উঠলাম। আমি যখন ভেতরে ঢুকলাম ছোকরা অপারেটর তখন বসে বসে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে।

'জলদি ক্যামেলটে লাইন লাগাও,' জরুরী কণ্ঠে বললাম। 'বহুত বিপদে আছি!'

'ক-কি?' থতমত খেয়ে গেছে ছোকরা। 'আপনার মত একটা লোক জানল কিভাবে এখানে টেলি—'

কথা কেড়ে নিলাম আমি।

'বকর বকর ছাড়ো। আগে প্রাসাদে খবর পাঠাও।'

কল পাঠাল ও।

'এবার ক্ল্যারেন্সকে চাও।' আদেশ করলাম।

পাঁচ মিনিট—দীর্ঘ পাঁচটা মিনিট অপেক্ষা করতে হলো!—এবং তারপর টিক করে একটা শব্দের পর ক্ল্যারেন্সের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'শোনো,' বললাম, 'আমাদের রাজা এখন মহাবিপদের মধ্যে আছেন। আমাদেরকে বন্দী করে ক্রীতদাস হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে, যত জলদি সম্ভব সাহায্য চাই আমাদের। লন্সেলটকে পাঁচশো নাইটসহ এক্ষুণি পাঠিয়ে দাও। দক্ষিণের ফটক দিয়ে ঢুকতে বলবে ওদের, খোঁজ করতে বলবে ডান হাতে সাদা কাপড় বাঁধা এক লোককে।'

ত্বরিত জবাব দিল ও।

'আধ ঘণ্টার মধ্যেই রওনা দিচ্ছে ওরা।'

তক্ষুণি হিসেব নিকেষ কষতে আরম্ভ করে দিলাম আমি। ভারী

www.BanglaBook.org

বর্মসজ্জিত নাইট ও অশ্ববাহিনী বেশি দ্রুত যাত্রা করতে পারবে না। ছটার দিকে এসে পৌঁছবে তারা। কিন্তু তখনও সাদা কাপড়টা দেখতে পাওয়ার মত যথেষ্ট আলো থাকবে।

অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। নয়া ছদ্মবেশ কিনব, কিন্তু রাস্তায় নামতে না নামতেই আমাদের দলের এক ক্রীতদাসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

এক পাহারাদারকে নিয়ে সে আমার সন্ধান করছে। ক্রীতদাসটা আমার দিকে এক ঝলক চাইতে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেল আমার।

সুট করে একটা দোকানে সেঁধিয়ে পড়ে, ভিড়ের মধ্য দিয়ে জায়গা করে নিয়ে পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

কিন্তু যে-ই বেরিয়েছি অমনি ক্যাঁক করে চেপে ধরল আমাকে অফিসার। হাতে হাতকড়া পরাতেও বিলম্ব করল না।

'আমার সঙ্গে বেইমানী করলে কেন?' ক্রীতদাসটির উদ্দেশে আবেগের সুরে প্রশ্ন করলাম।

লোকটা তো তাজ্জব, এমন আজব কথা যেন বাপের জন্মেও শোনেনি।

'বাহ্, যার জন্যে আমাদের সবাইকে ফাঁসিতে লটকাতে হচ্ছে তাকে এমনি এমনি ছেড়ে দেব?'

'তুমি মরবে না। আমরা কেউই মরব না,' দৃঢ় কণ্ঠে বললাম।

হা-হা করে হেসে উঠল ওরা দু'জনেই।

'গলায় ফাঁস পড়লে তখন টেরটি পাবে বাছাধন,' বিশ্রী হেসে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলল গার্ড লোকটা। 'আর তোমাকে যখন পাওয়াই গেছে তখন আজ মধ্যবিকেলে সব কটাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হবে।'

ওহ্, সিধে অন্তরে এসে বিঁধল গুলিটা!

যথা সময়ে এসে পৌঁছতে পারবে না আমার নাইটরা। তিন ঘণ্টা দেরি হয়ে যাবে ওদের।

ইংল্যান্ডের রাজাকে ও আমাকে রক্ষা করার সাধ্য এখন দুনিয়ার কারও নেই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

তেইশ

বিকেল চারটে। উঁচু মাচানটায় বসে আছি আমরা। ফাঁসিকার্য দেখার জন্যে সমবেত হয়েছে বিপুল জনতা। ব্যান্ডেজ তখনও খুলিনি আমি মুখ থেকে, যদি দৈবাৎ কোন ফায়দা লোটা যায় এই আশায়।

লন্ডনের শেরিফ এবার সবাইকে শান্ত হতে বললেন। আমাদের অপরাধের বিস্তারিত বিবরণ পড়ে শোনালেন তিনি। এক পাদ্রী এরপর প্রার্থনা করলেন বাইবেল থেকে।

ক্রীতদাসদের প্রথমজনকে চোখ বেঁধে দেয়া হলো, এবং টান পড়ল ফাঁসির দড়িতে। দ্বিতীয় ক্রীতদাসের গলায় এবার ফাঁস পড়ল। তারপর ঝুলল তৃতীয়জন। ভয়ঙ্কর সে দৃশ্য! সইতে না পেরে মুখ ফিরিয়ে নিলাম আমি। আবার ওদিকে যখন চাইলাম দেখি রাজা নেই। তাঁকে চোখে ঠুলি পরাচ্ছে ওরা। স্থাণুবৎ বসে রইলাম আমি, নড়তে পারছি না। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে আমার। চোখ বাঁধা হয়ে গেলে এবার রাজাকে ওরা ফাঁসির দড়ির নিচে নিয়ে এল। কিন্তু তাঁর গলায় দড়ি পরানো মাত্র তড়াক করে লাফিয়ে উঠে, ছুটে গেলাম

www.BanglaBook.org

আমি।

আর সেই মুহূর্তে কী একখান দৃশ্যই না দেখলাম! পাঁচশো নাইট রাস্তা দিয়ে পাঁই পাঁই করে বাইসাইকেল ছুটিয়ে আসছেন।

লন্সেলটের উদ্দেশে ডান হাত নাড়লাম। সাদা কাপড়টা চিনতে পেরে গর্জে উঠলেন তিনি, 'সবাই হাঁটু গেড়ে বসো! রাজাকে কুর্নিশ করো!'

হতবিহ্বল জনতা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আদেশ পালন করে রাজার করুণা ভিক্ষা করল। মুহূর্তে দাবার ছক গেল উল্টে। একটু আগে যারা সোল্লাসে রাজার ফাঁসি দিচ্ছিল এখন তারাই আবার নতজানু হয়ে তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করছে।

প্রজাদের শ্রদ্ধা গ্রহণ করলেন ছিন্নবস্ত্র রাজা।

এবার এগিয়ে এল ক্ল্যারেন্স।

আমার উদ্দেশে চোখ টিপল ছোকরা।

'দারুণ চমক দেখালাম, কি বলো?' বলল ও। 'নাইটদের অনেকদিন হলো সাইকেল চালানো শেখাচ্ছি। ওরা এলেম দেখানোর জন্যে একেবারে পাগল হয়ে ছিল!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চব্বিশ

ক্যামেলটে, নিজের বাড়িতে ফিরে এলাম। ইতোমধ্যে স্যার স্যাগ্রামোরের সঙ্গে আমার দ্বন্দ্ব যুদ্ধের দিনক্ষণ ধার্য হয়েছে। কারও মুখে এখন অন্য কোন বিষয়ে কোন কথা নেই। গোটা জাতির জানা আছে, এবারের এই ডুয়েলটা দু'জন নাইটের মধ্যে হচ্ছে না।

না, প্রবল দুই প্রতিপক্ষের, অর্থাৎ মহাশক্তিধর দুই জাদুকর মার্লিন ও আমার মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধটা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

মার্লিন ইদানীং স্যার স্যাগ্রামোরের ওপর, একরকম নাওয়া খাওয়া ভুলে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা আরোপ করে চলেছে।

কিন্তু আমার কাছে যুদ্ধটার গুরুত্ব আলাদা ও অপরিসীম। টুর্নামেন্টে প্রবেশ করছি আমি দীর্ঘদিনের একটা লালিত স্বপ্ন বুকে নিয়ে। আমি ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চাই নাইটদের গর্ব। নাইটরা নিজেদের অনেক উঁচু জাতের মানুষ মনে করে। যদ্দিন না এদের দর্প চূর্ণ করা যাচ্ছে, মানুষে মানুষে সাম্য আসবে না, রয়েই যাবে ভেদাভেদ।

www.BanglaBook.org

টুর্নামেন্টের দিন একটা আসনও শূন্য পড়ে রইল না। গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডে পতপত করে উড়ছে পতাকা, পালক আর দামী পর্দা।

রাজপরিবারের সদস্যরা এসেছেন রেশমী ও মখমলের পোশাক পরে।

নাইটরাও উপস্থিত আছেন, অপেক্ষা করছেন নিজেদের পালা কখন আসে।

নাইট-প্রথার প্রতি আমার মনোভাব অজানা নেই তাঁদের কাছে, এবং তাঁরা এসেছেন নাইট-এরান্ট্রি রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে।

টুর্নামেন্টের আইন হচ্ছে, স্যার স্যাগ্রামোরকে আমি লড়াইয়ে হারিয়ে দিলে, অন্যরা আমাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবেন।

রাজা নির্দিষ্ট সময়ে একটা সঙ্কেত দিলেন। বিউগল ধ্বনি উঠল। ঘোড়ায় চেপে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন স্যার স্যাগ্রামোর। আরোহী ও বাহন উভয়ই ভারী বর্মে ও দামী ট্র্যাপিঙসে সুসজ্জিত।

এবার আমার পালা। জিমন্যাস্টের কস্ট্যুম পরেছি আমি। গায়ের চামড়ার সঙ্গে মিল রেখে, গলা থেকে পায়ের গোড়ালি অবধি আঁটো পাজামা ও সিল্কের নীল শর্টস আমার পরনে।

আমার ছোট, হালকা ঘোড়াটাকে কিছুই না, শুধু একটা কাউবয় স্যাডল পরিয়েছি।

আঁতকে উঠল সবাই, কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিইনি দেখে।

স্যার স্যাগ্রামোর ও আমি পরস্পরকে স্যালুট করে, তারপর মাথা নুইয়ে সম্মান জানালাম রাজা ও রাণীকে। যে যার প্রান্তে চলে গেলাম এরপর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুড়ো মার্লিন জাদুকর আগে বেড়ে, স্যার স্যাগ্রামোরের গায়ের ওপর ছুঁড়ে দিল কিছু জাদুর সুতো।

রণশিঙ্গা বেজে উঠল। বজ্রপাতের শব্দ তুলে ধেয়ে এলেন স্যার স্যাগ্রামোর। তাঁর বল্লমের ফলা আমার বুকের দু'গজের মধ্যে চলে এলে, ঘোড়াটাকে একপাশে সরিয়ে নিলাম ঝাঁকি দিয়ে। বিশালদেহী নাইট ঝড় তুলে পাশ কাটালেন। করতালির শব্দ উঠল আমার উদ্দেশে। এভাবে বার কয়েক ধোঁকা খাওয়ার পর, মেজাজ খুইয়ে বসলেন স্যার স্যাগ্রামোর; তাড়া করে বেড়াতে লাগলেন আমাকে।

কিন্তু ঘোড়াটা আমার যেমন হালকা তেমনি দ্রুতগামী। শীঘ্রিই হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন তিনি, ফিরে গেলেন নিজের প্রান্তে ফের তেড়ে আসার জন্যে। স্থিরপ্রতিজ্ঞ নাইট এবার ঘোড়া দাবড়ালেন সমস্ত মনোযোগ একীভূত করে।

স্যাডল হর্ন থেকে ল্যাসোটা আলগোছে খুলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে আরামে বসে রইলাম আমি। স্যার স্যাগ্রামোর তীরবেগে ছুটে আসছেন দেখে, দড়ির ফাঁসটা মাথার ওপর তুলে, বনবন করে ঘোরাতে লাগলাম আমি। চল্লিশ ফুটের মতন দূরত্ব যখন দু'জনের মধ্যে, এমনিসময় ল্যাসোটা ছুঁড়ে তাঁর শরীরে গলিয়ে দিলাম। টেনে আঁটো করে দিলাম তারপর।

স্যার স্যাগ্রামোর টানের চোটে ছিটকে পড়ে গেলেন স্যাডল থেকে! দর্শক খুব আমোদ পেল দৃশ্যটা দেখে। কাউবয়দের কৌশল প্রত্যক্ষ করার সুযোগ তাদের এই প্রথম হলো, জনতা তাই হর্ষধ্বনি

www.BanglaBook.org

দিয়ে উঠল।

আমার ল্যাসো আলগা হতে না হতে আরেকজন নাইট তৈরি হয়ে গেলেন। ওদিকে স্যার স্যাগ্রামোরকে তখন ধরাধরি করে তাঁর তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তেড়ে এলেন নাইট। গোপ্তা খেয়ে সরে গেলাম আমি। তিনি আমার পাশ কাটালে ল্যাসো চেপে ধরল তাঁকে। পরমুহূর্তে উধাও, স্যাডলে নেই তিনি।

এভাবে আরও দু'জনকে কায়দা করলাম। একে একে পাঁচজনকে ঘায়েল করার পর ক্ষান্ত দিলেন নাইটরা। তাঁরা এবার সেরা নাইটদের লেলিয়ে দেবেন ঠিক করলেন। ফলাফল সেই একই হলো। এবার ময়দানে এলেন সব নাইটদের সেরা নাইট—স্যার লন্সেলট স্বয়ং।

বাতাসে শিস কেটে ঘুরতে ঘুরতে গেল ল্যাসো, এবং চোখের পলক পড়ার আগেই, মাটিতে চিতপাত হলেন স্যার লন্সেলট। যুদ্ধক্ষেত্রের ওপর দিয়ে ছেঁচড়ে নিয়ে চললাম আমি তাঁকে। বজ্রনির্ঘোষে জনতার অভিনন্দন ঝরল আমার ওপর।

ল্যাসোটা এবার কুণ্ডলী পাকিয়ে স্যাডল হর্নে ঝুলিয়ে রাখলাম। চোখ বুজে নিজের মনে বললাম, 'সব ব্যাটা ভাগলবা! নাইটদের যুগ আজই খতম হয়ে গেল।'

আমি এ ব্যাপারে এতটাই নিশ্চিত ছিলাম যে রণশিঙ্গা কানে যেতে চমকে উঠলাম। আরেকজন চ্যালেঞ্জারের আগমনবার্তা ঘোষণা করা হয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হঠাৎ চেয়ে দেখি আমার ল্যাসোটা গায়েব। ঠিক তখুনি চোখে পড়ল গুটি গুটি সটকে পড়ছে মার্লিন। হতচ্ছাড়া বদমাশটা কোন্ ফাঁকে জানি আমার ল্যাসোটা চুরি করেছে।

স্যার স্যাগ্রামোর নিজেই আবার লড়বেন। এবার তরোয়াল ব্যবহার করবেন তিনি। প্রমাদ গুণলাম, কারণ তাঁর ধারাল, শক্তিশালী তরোয়ালটাকে এড়ানো অসম্ভব আমার পক্ষে। রাজপরিবারকে স্যালুট করার জন্যে ঘোড়া নিয়ে সামনে এগোলাম আমরা।

'তোমার ওই আশ্চর্য অস্ত্রটা কই গেল?' জানতে চাইলেন রাজা। আমার জন্যে স্পষ্টতই উদ্বিগ্ন তিনি।

'চুরি হয়ে গেছে, হুজুর,' বললাম।

'অমন আর নেই?'

'জ্বী না, হুজুর,' বললাম। 'একটাই এনেছিলাম।'

অন্যান্য নাইটরা আমাকে তাঁদের তরোয়াল ধার দিতে চাইলে নিলাম না। নিজস্ব অস্ত্র দিয়েই লড়াই করব আমি।

যে যার প্রান্তে চলে এলাম আমরা। রাজা সঙ্কেত দিলেন। অবশেষে নাঙ্গা তরোয়াল ঝিকিয়ে উঠল স্যার স্যাগ্রামোরের হাতে। আমি ঠায় বসে রইলাম ঘোড়ার পিঠে। তেড়ে এলেন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। দর্শকরা গলা ফাটাচ্ছে আমার জন্যে। পালাতে বলছে আমাকে তারা, কিন্তু স্যার স্যাগ্রামোর পনেরো কদমের মধ্যে না আসা পর্যন্ত এক তিল নড়াচড়া করলাম না আমি।

ছোঁ মেরে রিভলভারটা এবার তুলে নিলাম হোলস্টার থেকে।

www.BanglaBook.org

অগ্নিঝলক ও একটা গর্জন। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই আবার হোলস্টারে ফিরে গেল রিভলভার।

সহসা লাফ দিল স্যার স্যাগ্রামোরের ঘোড়া, মুহূর্তে ওটার স্যাডল আরোহীশূন্য হয়ে গেল। ভূপাতিত স্যার স্যাগ্রামোর ভবলীলা সাঙ্গ করলেন।

তাঁর দিকে দৌড়ে যাওয়া লোকজন বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেল। নাইটের বর্মে ছোট্ট একটা ফুটো ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হলো না তাদের। অথচ ওই তো, কোন সন্দেহ নেই, মরে পড়ে রয়েছেন ভদ্রলোক। তুচ্ছ ওই গর্তটাকে তারা কেউই গুরুত্ব দিল না।

আমাকে অনুরোধ করা হলো অলৌকিক ঘটনাটার ব্যাখ্যা দানের জন্যে। কিন্তু তার বদলে আমি বললাম অন্য কথা।

'এই লড়াইয়ের ন্যায্যতা সম্বন্ধে কারও মনে কোন সন্দেহ থেকে থাকলে তাদেরকে আমি খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। কয়জন আসবে আসুক। এই দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, ইংল্যান্ডের নাইটদের বুকের পাটা থাকলে লাগুক দেখি আমার সাথে—একজন একজন করে নয়, চাইলে সব কজন আসতে পারো। হয় চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করো আর নয়তো সবাইকে পরাজিত ঘোষণা করা হবে।'

ভাঁওতাবাজি ছিল ওটা। কিন্তু মুহূর্তে, পাঁচশো নাইট এক লাফে স্যাডলে চড়ে বসে তেড়ে এল আমার দিকে। দু'হাতে দুটো রিভলভার বাগিয়ে ধরলাম আমি।

দুম! একটা স্যাডল ফাঁকা। গুড়ুম! আরেকটা। দুম-দুম! দু'জন ধরাশায়ী। কিন্তু আমার ভাল করে জানা আছে, এগারোতম গুলিটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছোঁড়া হয়ে গেলেই বারো নম্বর লোকটা স্রেফ খুন করে ফেলবে আমাকে।

নয় নম্বর লোকটা ভূতলশায়ী হলে, একটা কম্পন ধরা পড়ল আমার চোখের কোণে। দুটো অস্ত্রই সেদিকে তাক করে ধরলাম আমি। নাইটরা বেশি নয়, মাত্র এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল।

আজকের দিনটা পুরোপুরি আমার। প্রবল প্রতাপশালী নাইটদের যুগ আজই শেষ হয়ে গেল। সভ্যতার উদ্দেশে পদযাত্রা এখন শুরু করা যেতে পারে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

পঁচিশ

নাইট প্রথার বিলোপের পর, আমাদের গোপনে কাজ করার প্রয়োজন ফুরাল।

পরদিনই আমার গোপন স্কুল, ফ্যাক্টরি ও ওয়র্কশপগুলোর কথা স্বীকার করে, সর্বসমক্ষে সব প্রকাশ করে দিলাম।

আমার চ্যালেঞ্জটা এরমধ্যে নবায়ন করেছি। লেখাটা পিতলে খোদাই করে, সব পাদ্রী পড়তে পারবেন, এমন জায়গায় খুঁটিসুদ্ধ পুঁতে দিয়েছি। পরবর্তী তিন বছর আমাকে আর বিরক্ত করল না কোন নাইট।

এই তিন বছরে শনৈঃশনৈঃ উন্নতি করল ইংল্যান্ড, প্রতিদিন সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হলো। যেদিকে তাকাও স্কুল। ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত। আইনের চোখে সবাই সমান। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, ফটোগ্রাফ, টাইপরাইটার, ইলেকট্রিসিটি ও রেলরোড সবই চালু হয়ে গেছে।

নাইটদেরকে উৎপাদনশীল বিভিন্ন প্রকল্পে কাজে লাগানো শুরু

www.BanglaBook.org

হলো। ভ্রমণে তারা বিপুল অভিজ্ঞতাপুষ্ট বলে, সবখানে আমাদের সভ্যতাকে ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব তাদের কাঁধেই বর্তাল।

কিন্তু আমার দুটো প্রকল্পকে বাকিগুলোর চাইতে অনেক বেশি গুরুত্ব দিই আমি। প্রথমটা হচ্ছে গির্জার ক্ষমতা হ্রাস করা, এবং অন্যটা হলো আর্থারের মৃত্যুর পর প্রজাতন্ত্রের সূচনা করা; নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যেখানে ভোটাধিকার পাবে।

ইতোমধ্যে, স্যান্ডিকে বিয়ে করেছি আমি। গোটা ইংল্যান্ডে আমাকে তন্ন তন্ন করে খোঁজা শেষে, লন্ডনে ক্রীতদাসদের ফাঁসির ঘটনার পর আমার দেখা পেয়েছে ও। মেয়েটি আবার আমার যাত্রাসঙ্গিনী হতে চাইলে ওকে এবার একেবারে জীবনসঙ্গিনীই করে নিলাম।

খুকুমণিটাকে নিয়ে আমাদের ছোট্ট সুখের সংসার। বড় লক্ষ্মী বউ আমার, আর বাচ্চাটা আমাদের চোখের মণি। সুখের অন্ত নেই আমার। জীবন কেটে যাচ্ছে নির্বিঘ্নে।

এমনি পরিস্থিতিতে বাচ্চাটা আমাদের হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। সমস্ত কাজকর্ম ফেলে তিন দিন তিন রাত বাচ্চাটার সেবা-শুশ্রূষা করলাম আমরা বাপ-মা। শেষমেষ প্রাণ সংশয় কাটল সোনামণিটার।

ডাক্তাররা বলল বাচ্চাটার স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে আবহাওয়া পরিবর্তন দরকার।

'সমুদ্রের কাছেপিঠে কোথাও নিয়ে যান,' উপদেশ দিল তারা।

জাহাজে চেপে একদিন তাই ভেসে পড়লাম আমরা। দু'হপ্তা

www.BanglaBook.org

সমুদ্র-ভ্রমণের পর, ক্লান্ত হয়ে ফ্রেঞ্চ উপকূলে নামলাম। কিছুদিন বিশ্রাম নেব এখানে।

মাস শেষে জাহাজটাকে দেশে পাঠালাম, টাটকা খাবার-দাবার ও খবর নিয়ে আসার জন্যে। তিন-চারদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে ওটা আশা করলাম।

এদিকে বাচ্চাটার শরীর আবারও হঠাৎ করে খারাপ হয়ে গেল। দিন-রাত ওর শিয়রে বসে রইলাম আমরা।

কাউকে সাহায্য করতে দিই না পাছে কষ্ট পায় মেয়েটা। এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে।

আড়াই হপ্তা দুনিয়াদারির কথা ভুলে, বাচ্চাটার শয্যাপাশে বসে রইলাম আমরা।

শেষ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল ও। এতদিনে খেয়াল হলো, জাহাজটা এখনও ফেরেনি!

ঘোড়ায় চেপে, একটা পাহাড় চূড়ায় গিয়ে উঠলাম আমি। সাগরে চোখ রাখলাম। কিন্তু যদ্দূর দৃষ্টি চলে একটা পালও চোখে পড়ল না।

ভয়ঙ্কর এই খবরটা জানালাম স্যান্ডিকে।

এর কোন না কোন ব্যাখ্যা না থেকে পারে না।

হলোটা কি!

ভূমিকম্প? বহিরাক্রমণ? মহামারী?

সিদ্ধান্ত নিলাম একটা জাহাজ ভাড়া করব। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। ইংল্যান্ডের কাছাকাছি পৌঁছে দেখি ডোভার বন্দরে অগুনতি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জাহাজ, কিন্তু প্রাণের সাড়া নেই কোথাও।

আজ রবিবার, অথচ কোন পাদ্রীকে দেখা যাচ্ছে না। গির্জায় ঘন্টাধ্বনি নেই। খাঁ খাঁ করছে রাস্তাগুলো।

একটা গির্জার পাশ দিয়ে গেলাম আমি। ঘন্টা-ঘরে ঘন্টা আছে, কিন্তু কালো কাপড়ে ঢাকা।

এবার বুঝতে পারলাম আমি। বহিরাক্রমণের চাইতেও অনেক খারাপ ব্যাপার। পোপ সমস্ত যাজকদের ধর্মকার্যপালনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। এরচেয়ে বড় শাস্তি গির্জার জন্যে আর হতে পারে না। গোটা জাতি এখন একরকম সমাজচ্যুত, অভিশপ্ত। তালা পড়ে গেছে সমস্ত গির্জায়। কেউ আর এখন আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে না।

কি করণে এমনটা ঘটল? ক্যামেলটে এর উত্তর মিলতে পারে। ওখানেই যাব মনস্থ করলাম।

বিশ্রী একটা যাত্রা ছিল ওটা। পুরো দেশ কবরস্থানের মত থমথম করছে। লোকের মুখে কথা নেই, হাসি নেই। লন্ডন টাওয়ার যুদ্ধের চিহ্ন প্রদর্শন করছে। আমার অবর্তমানে পানি অনেক দূরই গড়িয়ে গেছে তারমানে।

গভীর রাতে পৌঁছলাম এসে ক্যামেলটে। চারিদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। রাস্তা-ঘাটে জনপ্রাণীর কোন চিহ্ন নেই। পাহাড় চূড়ায়, সুবিশাল দুর্গটাকে কালো অতিকায় এক দৈত্যের মতন দেখাচ্ছে। এক ফোঁটা আলো নেই কোথাও।

BanglaBook.org

গির্জা তারমানে এটাই চেয়েছে—স্তব্ধ করে দেবে মানবসভ্যতার

www.BanglaBook.org

ক্রম বিকাশের ধারা।

ঝুলসেতুটা নামানো, সিংহদ্বার হা-হা করছে।

প্রকাণ্ড, ফাঁকা দরবারটায় প্রবেশের সময় আমার পদশব্দ ছাড়া অন্য কোন আওয়াজ শোনা গেল না।

ক্ল্যারেন্সকে বিষণ্নমুখে, একাকী বসে থাকতে দেখলাম। বৈদ্যুতিক বাতির বদলে, প্রাচীন একটা প্রদীপ ওর সামনে।

'ওহ্, একজন হলেও জ্যান্ত আছে তাহলে!' আমার কণ্ঠস্বর শুনে একলাফে উঠে দাঁড়াল ও।

ও কিছু বলতে পারার আগেই বললাম আমি, 'জলদি বলো এসবের কি অর্থ। এই দুর্গতির কারণ কি?'

'এটা অবশ্যম্ভাবী ছিল,' দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বলল ও। 'কিন্তু এজন্যে দায়ী হচ্ছেন রাণী। সব দোষ তাঁর ও স্যার লন্সেলটের। কিন্তু ঘটনা যাই হোক, তাঁদের ভালবাসার কথা বিশ্বাস করতে চাননি রাজা আর্থার।

'রাজার দুই শয়তান ভাতিজা, মরড্রেড আর অ্যাগ্রাভেইন রাণীর পরকীয়া প্রেমের দিকে রাজার দৃষ্টি ফেরাতে চায়।

'একটা ফাঁদ পাতা হয় এবং স্যার লন্সেলট তাতে পা দিয়ে বসেন। এর পরিণতি হলো রাজা ও স্যার লন্সেলটের মধ্যে যুদ্ধ। নাইটরাও দু'দলে ভাগ হয়ে লড়াইয়ে সামিল হলেন।

'রাজা গুয়েনেভারকে শূলে পাঠালেন। কিন্তু লন্সেলট ও তাঁর নাইটরা উদ্ধার করলেন তাঁকে, হত্যা করলেন আমাদের অনেক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পুরানো বন্ধুকে।

'তারপরের ঘটনা শুধু নির্ভেজাল যুদ্ধের ইতিহাস। লন্সেলট পিছু হটে তাঁর দুর্গে গিয়ে উঠলেন, এবং রাজা করলেন তাড়া। গির্জা রাজা, লন্সেলট ও রাণীর মধ্যে জোড়াতালি দিয়ে একটা সন্ধি স্থাপন করতে চাইল। কিন্তু কাজ হলো না তাতে। রাজা লন্সেলটকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। তুমি না ফেরা পর্যন্ত তিনি রাজ্য ভার তুলে দিলেন মরড্রেডের হাতে।

'মরড্রেডের শয়তানি বুদ্ধি চেগিয়ে উঠল। নিজেই রাজা বনতে চাইল বদমাশটা। রাণী গুয়েনেভারকে বিয়ে করবে ও, কিন্তু রাণী রাজি নন। তিনি স্বেচ্ছাবন্দী হলেন লন্ডন টাওয়ারে। অবস্থা বেগতিক দেখে টাওয়ার আক্রমণ করল মরড্রেড। গির্জা এসময় হস্তক্ষেপ করল।

'নাইটরা রাজার কাছে যুদ্ধবিরতির আবেদন করলেন। কিন্তু রাজা আর্থার শপথ নিয়েছেন, বিশ্বাসঘাতক মরড্রেডকে খতম না করা পর্যন্ত থামবেন না তিনি।

'আর্থার তাঁর এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন। কিন্তু মরার আগে শেষ ছোবল দিয়ে গেছে কালসাপটা। ফলে মরড্রেডের হাতে মারা গেছেন আমাদের মহামান্য রাজা।'

বিমূঢ় হয়ে গেলাম আমি।

'আর রাণী?'

'তিনি সন্ন্যাসিনীর জীবন বেছে নিয়েছেন।'

'বলো কি! এত পরিবর্তন? আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চেঁচিয়ে উঠলাম প্রায়। 'তারপর, তারপর কি হলো?'

'বলছি,' বিমর্ষ কণ্ঠে বলল ক্ল্যারেন্স। 'গির্জা এখন সর্বক্ষমতাময়। মরড্রেডের সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও সমাজচ্যুত করা হয়েছে। তোমার জীবদ্দশায় এই ফতোয়া প্রত্যাহার করা হবে না। জীবিত প্রতিটি নাইটকে জড় করেছে গির্জা তোমার সঙ্গে লড়াই করার জন্যে।'

'কিন্তু আমাদের স্কুল, কারখানা, আমাদের—'

'থামো, থামো! আমাদের অধীনে এখন ষাটজন লোকও নেই। কিন্তু নাইটরা যখন আসবে সবাই হয়তো যোগ দেবে ওদের দলে। পুরানো ভয়-ভীতি হৃদয়ে এখনও বদ্ধমূল ওদের।

'কিন্তু,' বলে যাচ্ছে ও, 'দুঃসময়ের জন্যে প্রস্তুত আছি আমি। কি কি ব্যবস্থা নিয়েছি, এবং কেন নিয়েছি সবই বলব তোমাকে। এটা জেনো, তুমি ডালে ডালে চলতে পারো, কিন্তু গির্জা চলে পাতায় পাতায়। গির্জাই তোমাকে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছিল এখান থেকে। ডাক্তাররা সব গির্জার সেবক, তারাই গির্জার কথা মত হাওয়া বদল করাতে বলে তোমার বাচ্চাকে।'

'ক্ল্যারেন্স!' বিস্ময়ে চেঁচিয়ে-উঠলাম আমি।

'সত্যি কথা,' বলল ও। 'আর জাহাজের প্রতিটি লোকও ছিল গির্জার সেবক। জাহাজ ফিরতে ক্যাপ্টেন বলল তুমি নাকি স্পেন যাত্রা করছ। সন্দেহ হলো আমার। কোন খবর না দিয়ে হুট করে এমন একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার লোক তো তুমি নও।

'তোমার খোঁজে একটা জাহাজ পাঠাচ্ছিলাম আমি। কিন্তু হঠাৎ করে আমাদের নৌবাহিনী গায়েব হয়ে গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'রেলওয়ে, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ সবই আচমকা বন্ধ হয়ে গেল। কেটে দেয়া হলো সমস্ত খুঁটি। গির্জা বৈদ্যুতিক বাতির ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে!

'বুঝতে পারলাম এখন কাজে নামতে হবে। কারখানাগুলো থেকে বিশ্বস্ত দেখে বাহান্নটা ছেলেকে বাছাই করলাম। সবাই অন্তত দশ বছরের পুরানো লোক। বয়স কম বলে গির্জাকেও অতখানি পরোয়া করবে না ওরা।

'মার্লিনের ওই গুহাটায় গেলাম আমি, যেখানে আমরা ইলেকট্রিক প্ল্যানটা বসিয়েছি আরকি। যুদ্ধের জন্যে তৈরি করলাম ওটাকে।

'গুহামুখটাকে ঘিরে দশটা তারের বেড়া লাগালাম। প্রত্যেকটা বেড়ায় বিদ্যুৎ চার্জ দেয়া হয়েছে। যাতে মানুষ হোক আর প্রাণী, ওটা ছুঁলেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হবে। গুহার ভেতর থেকে বাইরের তারে গেছে বিদ্যুৎ।

'প্রত্যেকটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে অস্ত্র-শস্ত্র, গোলাবারুদ মজুদ করা হয়েছে, গুহার প্রবেশমুখের কাছে একটা গান প্ল্যাটফর্ম বসানো হয়েছে।

'বাইরের বেড়াগুলোকে ঘিরে মাটিতে পোঁতা হয়েছে ডিনামাইট। কেউ ওখানে পা দিলেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।'

শিষ্যের বিচার-বুদ্ধির অকুণ্ঠ প্রশংসা করলাম আমি। তারপর বসে বসে কিছুক্ষণ ভাবনা-চিন্তা করে নিলাম।

'হ্যাঁ, সব যখন তৈরি, এবার তবে পাল্টা আঘাত হানার পালা,'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বললাম দৃপ্ত কণ্ঠে। ‘প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা দেব আমরা। টনক নড়ে যাবে ওদের।’

একটা ঘোষণাপত্রে লেখা হলো:

‘সবার জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে মহামান্য রাজা কোন উত্তরাধিকারী ব্যতিরেকে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমার ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে আমি আজ থেকে এদেশকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করছি। সব মানুষ এখন থেকে সমান।’

স্বাক্ষর করলাম ওটায় ‘দ্য বস’।

এটা এখন বিলি করার ব্যবস্থা করতে হবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ছাব্বিশ

মার্লিনের গুহায়—ক্ল্যারেন্স, আমি ও বাহান্নজন সুশিক্ষিত, মেধাবী ছেলে শেষ যুদ্ধটা অবলোকন করলাম।

গুহাটায় এক হপ্তা অপেক্ষা করলাম আমরা। এই সময়ের মধ্যে ডায়েরীটাকে বইয়ের রূপ দেয়ার কাজ শেষ হলো আমার।

বাইরে গুপ্তচর রোপণ করেছি আমি বলাইবাহুল্য। এবং আমরা যা আশা করেছিলাম ঠিক তাই ঘটছে।

ইংরেজ জাতি এক দিনের জন্যে উৎফুল্ল প্রজাতন্ত্রী হয়ে উঠে, তার পরপরই গির্জা ও অভিজাতদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

ত্রিশ হাজার লোকের একটা মহা শক্তিশালী দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে নাইটরা। যুদ্ধের পর নাইটদের মধ্যে যারা বেঁচে বর্তে আছে তাদের কথাই বলছি।

যুদ্ধের দিন ভোরে, সেন্ট্রি খবর দিল আমাদের উদ্দেশে ধীরেসুস্থে এগিয়ে আসছে নাইটদের সুবিশাল এক সৈন্যবাহিনী। প্রথম সারির যোদ্ধারা অশ্বারোহী। অনেকগুলো বিউগল বেজে

www.BanglaBook.org

উঠলে পর দ্রুতবেগে ধেয়ে আসতে লাগল তারা।

ক্রমেই এগিয়ে আসছে ওরা, কিন্তু এবার অজ্ঞাতে আঘাত করে বসল মাটিতে পোঁতা ডিনামাইটের স্তূপে। প্রচণ্ড বজ্রপাতের শব্দে বিস্ফোরণ ঘটল, এবং আকাশগামী হলো সেনাবাহিনীর পাঁচ হাজার সদস্য।

তারের বেড়ার চারপাশে, ঘন কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেয়ে খেয়ে উঠতে লাগল। ধোঁয়া সরে গেলে আমরা দেখতে পেলাম, একশো ফিটেরও বেশি চওড়া একটা গর্ত। শেষ বেড়াটার বাইরের দিকে সৃষ্টি হয়েছে। ওটার আশপাশে জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই।

বিস্ফোরণের ফলে বিপুল মাটি জমে যে বাঁধটার মত তৈরি হয়েছে ওখানে ক'জন পাহারাদার পাঠালাম। সন্ধের দিকে সেন্ট্রিরা রিপোর্ট করল, হাতে গোনা কিছু নাইট পথ করে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। কিন্তু ওঁদেরকে কোন সুযোগ দেয়া হলো না।

সব কটা বৈদ্যুতিক সঙ্কেত পরীক্ষা করে দেখেছি আমি—গান প্ল্যাটফর্মেরগুলো তো বটেই, তারের বেড়ায় যেগুলো বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে সেগুলোও। প্রতিটি বেড়ার নিজস্ব চলমান বিদ্যুৎ রয়েছে এবং প্রতিটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ।

নাইটরা কি করতে চাইবে জানা আছে আমার।

'রাতের আঁধারের সুযোগ নিয়ে,' বললাম ক্ল্যারেন্সকে, 'গর্তটা চুপিসারে ভরাট করবে ওরা, তারপর ভোরের দিকে চেষ্টা করবে বাঁধের ওপর দিয়ে হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে আসতে।'

ভেতর দিকের দুটো বেড়ায় বিদ্যুৎ চালান করলাম। বাকি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আটটায় পরে চার্জ দেব।

ক্ল্যারেন্স ও আমি এবার হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে, ভেতরের বেড়া দুটোর মাঝখানে ফাঁকা জায়গাটায় ওত পেতে শুয়ে রইলাম।

'কি ওটা?' হঠাৎ চাপা গলায় বলে উঠল ক্ল্যারেন্স।

'কি কোন্‌টা?' পাল্টা বললাম।

একটা ছায়ামূর্তির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল ক্ল্যারেন্স। বেড়ার গায়ে ঝুঁকে রয়েছে ওটা। গুড়ি মেরে এগোলাম আমরা ছায়ামূর্তিটার যতখানি সম্ভব কাছে।

হ্যাঁ, এক লোক ওপরের তারে দু'হাত রেখে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে— প্রাণপাখি বলাবাহুল্য খাঁচাছাড়া তার। বৈদ্যুতিক তার স্পর্শ করেছিল সে। কিসে যে মারল তাকে বেচারা তাও জানল না।

আগুয়ান আরেকজন নাইট ধরা পড়ল আমাদের চোখে। এক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে রইল সে, অপরজন নড়ে চড়ে না কেন ভাবছে। সামনে এগোতে, তারের ছোঁয়া শরীরে লাগল তারও এবং মৃদু গোঙানির শব্দ তুলে ধুপ করে পড়ে গেল সে।

অন্যান্য নাইটরা এল তরোয়াল হাতে। ক্ষণে ক্ষণে নীলচে স্ফুলিঙ্গ ঝলসে উঠতে দেখলাম আমরা যখনই কোন নাইট বেড়া স্পর্শ করল।

দ্বিতীয় বেড়াটার বাইরে এখানে সেখানে লাশ পড়তে লাগল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বিদ্যুতের ভোল্ট এতই বেশি যে মারা পড়ার আগে কেউ একটা আর্তনাদও করতে পারছে না।

হঠাৎ একটা চাপা শব্দ কানে এল আমাদের। সেনাবাহিনী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আসছে। কিন্তু দ্বিতীয় বেড়াটার এপারে আসার সৌভাগ্য তাদের হলো না।

লাশের স্তূপ জমছে দ্বিতীয় বেড়াটার ঠিক বাইরেটায়। মানুষের মৃতদেহ একরকম ঘেরাও করে ফেলছে আমাদের।

গুহায় ফিরে গেলাম আমরা। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বেড়াটায় বিদ্যুৎ সংযোগ দিলাম আমি। একটা বাটন টিপলাম এরপর, এবং মুহূর্তে পঞ্চাশটা প্রকাণ্ড স্পটলাইট চোখ ধাঁধিয়ে দিল। হঠাৎ উদ্ভাসিত আলোয় মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল সেনাবাহিনী। এই ফাঁকে সব কটা বেড়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে দিলাম আমি, এবং গোটা সেনাদল রাস্তার ওপরই মারা পড়ল।

আমাদের ও গভীর গহ্বরটার মাঝখানে রয়েছে বাদবাকি নাইটরা। এবারে করলাম কি, আটকে রাখা বিপুল পানি হঠাৎ ছেড়ে দিলাম গর্তটার মধ্য দিয়ে। সগর্জনে তেড়ে গেল অথৈ জলরাশি। সেই সঙ্গে পিস্তল চালাতে শুরু করলাম আমরা। যাদের গুলি লাগল না, তারা বাঁধের ওপর দিয়ে লাফঝাঁপ দিয়ে পানিতে ডুবে মরল।

যুদ্ধ জয় করলাম আমরা। ইংল্যান্ডের ক্ষমতা এখন আমাদের হাতে। চারপাশে শত্রুপক্ষের পঁচিশ হাজার লাশ পড়ে রয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাতাশ

আমি, ক্ল্যারেন্স, যবনিকা টানছি এই বইয়ের।

দ্য বস প্রস্তাব করলেন, বাইরে আহত কেউ থেকে থাকলে তাকে সাহায্য করতে হবে।

'বুদ্ধিমানের কাজ হবে না সেটা,' বললাম।

কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা।

অগত্যা, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে হলো।

জনৈক আহতের করুণ আর্তধ্বনি শুনে তার কাছে ছুটে গেলেন দ্য বস। কিন্তু সেই অকৃতজ্ঞ নাইট তাঁকে চেনামাত্র ছুরি মেরে দিল।

দ্য বসকে গুহায় বয়ে নিয়ে এলাম আমরা, ক্ষতস্থানটার যথাসাধ্য পরিচর্যা করলাম।

দ্য বস আহত হওয়ার ক'দিন পরে, এক সরল সাদাসিধে চাষী বউ এসে বলল, সে আমাদের রান্না করে দেবে। তার বাড়ির লোকজন নাকি তাকে একা ফেলে রেখে চলে গেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমরা ঘুণাক্ষরেও টের পেলাম না কে এই চাষী বউ।

একজন রাঁধুনী পেয়ে বরং খুশিই হয়েছিলাম আমরা।

আমাদের ফাঁদে-পড়া অবস্থাটা নিশ্চয়ই আঁচ করতে পারছেন আপনারা। গুহার ভেতরই আমরা কেবল নিরাপদ, কিন্তু বাইরে একেবারেই অসহায়।

ওদিকে বিশ্রী একটা ব্যাপার ঘটে চলেছে। বিষাক্ত দুর্গন্ধ ছড়াতে লেগেছে শত্রুপক্ষের মৃতদেহগুলো। ভয়ঙ্কর অস্বাস্থ্যকর এই পরিবেশে রীতিমত প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে গেল আমাদের। গুহা যে ত্যাগ করব সে সুযোগও নেই। কিন্তু অনন্যোপায় এখন আমরা, এখানে থাকার অর্থ সবার স্বেচ্ছা মৃত্যু বরণ করা।

আমরা যুদ্ধে জিতেছি ঠিকই, কিন্তু অন্যদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে, হেরেছি। ইঁদুরের কলে আটকা পড়ে গেছি আমরা।

এক দিন মাঝ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, দেখি আমাদের গুরুর মাথার ওপর, চাষী বউ বাতাসে উদ্ভট ভঙ্গিতে হাত নাড়ছে। সবাই তখন ঘুমের রাজ্যে। মহিলাকে পা টিপে টিপে দরজার দিকে যেতে দেখলাম।

'অ্যাই, থামো!' গর্জে উঠলাম আমি। 'কি করছিলে এখানে?'

থেমে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল মেয়েলোকটা।

'তোমরা যুদ্ধ জয় করলে কি হবে, এখন তোমরা পরাজিত। তোমরা সবাই এখানে মরবে— শুধু ও বাদে। ও ঘুমাচ্ছে—আরও তেরোশো বছর ঘুমাবে। আমি মার্লিন!'

পিলে চমকে গেল আমার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বীভৎস হাসি হাসতে লাগল ও, থামতে পারছে না কিছুতেই।

মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে হাসছে ও। শেষপর্যন্ত একটা সচল তারে শরীর ঠেকতে সাঙ্গ হলো ওর অভিশপ্ত জীবন। কিন্তু চেয়ে দেখি ওর মুখে ভয়ঙ্কর হাসিটা তখনও স্থির হয়ে রয়েছে।

দ্য বস একটুও নড়াচড়া করলেন না। পাথরের মূর্তির মতন পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন আমাদের গুরু। তাঁর ঘুম না ভাঙলে, গুহার গভীরতম অংশে লুকিয়ে রাখব দেহটা। এই পাণ্ডুলিপিটা তাঁর পাশে রেখে, এখান থেকে সরে পড়ার চেষ্টা করব আমরা।

***

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG